NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ মলদ্বীপকে সাহায্য বৃদ্ধির ঘোষণা বাজেটে, বরাদ্দ বাংলাদেশকেও

সতীর্থরা জয় দিয়েই ঋদ্ধিকে ভুলিয়ে দিলেন অনাদরে-অবহেলার 'বিদায়পর্ব' ৭

কলকাতা ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১৯ মাঘ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৩২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.02.2025, Vol.18, Issue No. 232, 8 Pages, Price 3.00

আয়করে বড়সড় স্বস্তি মধ্যবিত্তের

১২ লক্ষ পর্যন্ত আয়ে দিতে হবে না কর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: ২০২৫-'২৬ সালের অর্থবর্ষের বাজেটে মধ্যবিত্তদের জন্য সুখবর বয়ে আনলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। বাজেটের শুরুতেই মধ্যবিত্তদের গুরুত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী। বাজেট পেশের সময়ে কথা রাখলেন নির্মলা। তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট শনিবার পেশ করেন অর্থমন্ত্রী। এই নিয়ে টানা অষ্টমবার তিনি বাজেট পেশ করলেন।

জনগণের বিরাট একটি অংশ করছাড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও দেশের বাণিজ্য নিয়ে সে ভাবে কোনও চমক বা বড় ঘোষণা নেই এই বাজেটে। আর্থিক বৃদ্ধির গতি এমনিতেই শ্লথ হয়ে পড়েছে। সরকারি পূর্বাভাসই বলছে, চলতি অর্থবর্ষে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.৪ শতাংশে আটকে থাকবে, গত চার বছরে যা সর্বনিম্ন। অর্থনীতিতে নতুন লগ্নি বা শিল্পমহলের বিনিয়োগেও ধীর গতি দেখা যাচ্ছে। পূর্বসূরিদের মতো জনমুখী ও 'সমাজতান্ত্রিক' বাজেট পেশেই মন দিলেন নির্মলা, এমনটাই মত অর্থনীতিবিদদের একাংশের। মনমোহন সিং ও অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে যে ধরনের অর্থনৈতিক সংস্কারের নমুনা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল তার তুলনায় নেহাতই সাদামাঠা এই বাজেট। শিল্পমহলকে কী করতে হবে, অর্থনীতিতে গতি আনতে ও আর্থিক বৃদ্ধিকে চাঙ্গা করার জন্য বাজেটে বড় শিল্পের জন্যে একটিও বাক্য খরচ করেননি অর্থমন্ত্রী।

মূল্যবৃদ্ধির জেরেও সাধারণ মানুষ হিমশিম খাচ্ছেন। মানুষের আয় সে ভাবে বাড়েনি। সার্বিক ভাবে মূল্যবৃদ্ধির হার কমলেও খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবায় খরচ মাত্রাছাড়া। সেই সমস্যার সমাধানের কোনও ইঙ্গিত মেলেনি নির্মলার কথায়। খাদ্যে মুদ্রাস্ফীতি যে যথেষ্ট উদ্বেগজনক ছিল, তা আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ বাড়তে পারে, এমন কোনও ঝুঁকিপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকেও বিরত থেকেছেন অর্থমন্ত্রী। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ করার কোনও বার্তাই দেওয়া হয়নি এই বাজেটে, মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

শনিবার, ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করতে গিয়ে নির্মলা জানান, মধ্যবিত্তদের উপর ভরসা রাখছে সরকার। ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে দিতে হবে না কোনও কর। আমজনতার জন্য নির্মলার এটাই ছিল বাজেটের বিশেষ উপহার।

২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরের ব্যয় বরাদ্দকে কেন্দ্র করে আমজনতা থেকে শুরু করে শিল্প সংস্থার মধ্যে প্রত্যাশার পারদ চড়ছিল। বাজেট পেশের শুরুতেই আগামী পাঁচ বছরে ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্বের দরবারে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। মধ্যবিত্তদের পাশাপাশি কৃষক, নারী, ক্ষুদ্রশিল্পকে চাঙ্গা করার লক্ষে এই বাজেটে বেশ কিছু প্রকল্প ও আর্থিক বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন তিনি। বিদ্যুৎ, কৃষি এবং ক্ষুদ্রশিল্প-সহ ছ'টি ক্ষেত্রে সংস্কারের কথা জানান তিনি। তবে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় অর্থনীতিকে কী ভাবে তিনি এগিয়ে নিয়ে যাবেন, সেই পথ স্পষ্ট হল না বাজেটে।

'প্রধানমন্ত্রী ধন ধান্য কৃষি যোজনা'র আওতায় দেশের দেড় কোটি কৃষককে সুবিধা দেওয়া হবে বলে জানান নির্মলা। পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে ফসল সংগ্রহের পরে তা ঠিক ভাবে সঞ্চয় করে রাখা, সেচকে শক্তিশালী করতে, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণে নিতে উৎসাহ দেবে সরকার। ভোজ্য তেল এবং ডালজাতীয় শস্যে আত্মনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করবে ভারত। ভোজ্য তেলে স্বনির্ভরতার জন্য ছয় বছরের মিশন শুরুর কথাও বলা হয়েছে বাজেটে। লাভজনক মাখনা চাষে কৃষকদের আগ্রহী করে তুলতে বিহারে একটি আলাদা বোর্ড গঠনের কথা ঘোষণা হয়েছে এই বাজেটে। কিষান ক্রেডিট কার্ডে ঋণের পরিমাণও তিন লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে তা পাঁচ লক্ষ করা হয়েছে নতুন বাজেটে। তুলো চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পাঁচ বছরের পরিকল্পনা করছে সরকার। ভারতের টেক্সটাইল সেক্টরকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য তৈরি হবে 'তুলো উৎপাদনশীলতা মিশন'।

মহিলাদের জন্য বেশ কিছু ঘোষণা করেছেন নির্মলা সীতারমন। প্রথম উদ্যোগপতি পাঁচ লক্ষ তপসিলি জাতি এবং তপসিলি উপজাতিভুক্ত মহিলারা দু'কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন; বাজেট পেশ করার সময় ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর। এ ছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পের আওতায় মহিলা ও সদ্য মায়েদের জন্য বিশেষ পুষ্টি প্রকল্পের ঘোষণা করলেন নির্মলা।

বড় শিল্পের জন্য কোনও পরিকল্পনা না থাকলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে ২০২৫-'২৬-এর বাজেটে। এই শিল্পের ক্রেডিট গ্যারান্টি কভার ৫ কোটি থেকে বাড়িয়ে ১০ কোটি টাকা করা হবে। মাইক্রো এন্টারপ্রাইজগুলির জন্য ৫ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বসীমা পর্যন্ত 'কাস্টমাইজড ক্রেডিট কার্ড' চালু করবে সরকার। অর্থমন্ত্রী নির্মলা জানান হকারদের জন্য ইউপিআই লিঙ্ক করা ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে। মেডিক্যাল কলেজগুলির জন্য ঢালাও ঘোষণা করেছে মোদি সরকার। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আগামী পাঁচ বছরে ৭৫ হাজার আসন বৃদ্ধির ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। আগামী বছর বৃদ্ধি করা হবে ১০ হাজার আসন। পাশাপাশি, সমস্ত জেলা হাসপাতালে ক্যানসার সেন্টার তৈরির কথা জানালেন নির্মলা। ৩ বছরে মোট ২ হাজার ক্যানসার সেন্টার তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন নির্মলা।

বড় ও ভারী শিল্পের মধ্যে একমাত্র বিমানশিল্পের কথাই উল্লিখিত হয়েছে নির্মলার বাজেটে। দেশে নতুন ১২০টি বিমানবন্দর তৈরির ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। তার মধ্যে রয়েছে বিহারে একাধিক নতুন বিমানবন্দর তৈরির ঘোষণা। আগামী ১০ বছরে আঞ্চলিক বিমানবন্দরের জন্য ১০০টিরও বেশি নতুন জায়গা বরাদ্দ হয়েছে। পাশাপাশি, সম্প্রসারিত হবে পাটনা বিমানবন্দরও। পাটনা বিমানবন্দরের উন্নতির জন্য বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। মগধভূমের শিল্প ও পরিষেবা পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য চারটি নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর এবং বিহতায় একটি ব্রাউনফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণের কথাও বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তি খাতে জোর দেওয়া হতে পারে এই বাজেটে, এমনটাই পূর্বাভাস ছিল। প্রত্যাশামতোই এই ক্ষেত্রে ঘোষণা হয়েছে নির্মলার বাজেটে। ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য 'সেন্টার ফর এক্সেলেন্স'। ২০১৪ সালের পর তৈরি পাঁচটি আইআইটি-তে অতিরিক্ত পরিকাঠামোর জন্য বরাদ্দ হয়েছে বাজেটে। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আগামী পাঁচ বছরে ৭৫ হাজার আসন বৃদ্ধির ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর। আগামী বছর বৃদ্ধি করা হবে ১০ হাজার আসন।

জীবনদায়ী ওষুধের ক্ষেত্রে বড় ঘোষণা ছিল অষ্টম বাজেটে। ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধে শুল্ক তুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। ক্যানসার-সহ দুরারোগ্য রোগের জন্য ব্যবহৃত ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল শুল্ক। পাশাপাশি, ৬টি জীবনদায়ী ওষুধে ৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য ভাবনাচিন্তা করছে কেন্দ্র। শহুরে কর্মীদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য বিশেষ প্রকল্প আনছে সরকার। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের কল্যাণের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প স্থাপন করা হবে। অনলাইন ডেলিভারি কর্মীদের পরিচয়পত্র সরকারি পোর্টালে নিবন্ধিত করা হবে, ঘোষণা করেছেন নির্মলা সীতারমণ।

আগামী সপ্তাহেই সংসদে পেশ হবে নতুন আয়কর বিল। শনিবার, ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট বক্তৃতায় সে কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। আয়করের নতুন আইন তৈরি হলে করদাতারা যথেষ্ট সুরাহা পাবেন বলে স্পষ্ট করেছেন তিনি। বিমায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বেড়ে ১০০ শতাংশ করা হবে বলেও ঘোষণা করেছেন নির্মলা। বাজেটে প্রবীণ নাগরিকদের সুখবর শুনিয়েছেন নির্মলা। ষাটোর্ধ্বদের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছেন তিনি। জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পে কর ছাড়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে। অগস্ট বা তার পরে জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প অ্যাকাউন্টগুলিকে কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

দাম কমল

- মোবাইল ফোনের।
- ক্যানসার-সহ ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধের
- বৈদুতিন গাড়ির ব্যাটারির।
- হিমায়িত মাছের লেই বা 'সুরিমি'র।
- ভেজা নীল চামড়ার।
- এলসিডি/এলইডি টিভি।
- কোবাল্টজাত পণ্যের দাম।
- কিছু সামুদ্রিক যানের।
- মেডিক্যাল এবং সার্জিক্যাল সরঞ্জামের।

দাম বাড়ছে

- বেশ কিছু স্মার্ট টিভির।
- মোবাইল স্ক্রিনের।
- বোনা কাপড়ের।
- প্লাস্টিক সরঞ্জামের।

তুষ্ট করা হল বিহারকে, নিন্দায় অভিষেক

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাজেটে 'গভীর ষড়যন্ত্র' রয়েছে বলে তোপ দাগল তৃণমূল। এমনই বলেছেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্থ বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা অমিত মিত্র। কেন ষড়যন্ত্র, সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অমিত বলেছেন, 'বিমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ১৮ শতাংশ জিএসটি নেওয়া বন্ধ হচ্ছে না। এই দু'টি বিষয় কি সম্পর্কযুক্ত নয়? এর ফলে কি আন্তর্জাতিক লবি লাভবান হবে না? তাদের সুবিধা করে দিতেই কি এই পদক্ষেপ?'

কেন্দ্রীয় বাজেটে আয়কর ছাড়ের উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি করে সাত লক্ষ টাকা থেকে ১২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। যাকে মধ্যবিত্তের জন্য 'যুগান্তকারী' সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তৃণমূল পাল্টা প্রশ্ন তুলেছে, ১৪০ কোটির ভারতে কত লোক মাসে এক লক্ষ টাকা রোজগার করেন? উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে সামাজিক সুরক্ষার প্রসঙ্গ তুলে অমিত বলেছেন, মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিষয়গুলিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বাজেটে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে ৫ শতাংশ বরাদ্দ ছাঁটা হয়েছে। খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও ভর্তুকি ১ শতাংশ কমিয়েছে কেন্দ্র। তৃণমূলের দাবি, এগুলি থেকেই স্পষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমুখ কী, কাদের তারা খুশি করতে চেয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের পরেই সংসদের বাইরে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বিহারকে তুষ্ট করার জন্য বাজেট করা হয়েছে। কারণ, চলতি বছরের শেষেই বিহারে ভোট। অভিষেক বলেছেন, 'আগের বাজেটে সব সুবিধা দেওয়া হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারকে। এখন অন্ধ্রপ্রদেশে নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। তাই ওরা বিহারের দিকে মন দিয়েছে।' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য, 'যখন বাংলা থেকে ১৮ জন বিজেপি সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখনও বাংলা কিছুই পায়নি। এখনও বাংলার ১২ জন বিজেপি সাংসদ রয়েছেন। কিন্তু তা-ও বাংলা কিছুই পেল না! এই ১২ জন সাংসদ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করবেন না। বাংলা বরাবর বঞ্চিত হয়েছে। এ বারেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল।'

তীব্র সমালোচনা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: ২০২৫-২৬ কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, এই বাজেট আসলে 'থোড় বড়ি খাড়া' ও 'খাড়া বড়ি থোড়'। ব্যাপক সমালোচনার মাঝেই এবার বাজেট নিয়ে মুখ খুললেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বাজেটের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'এই বাজেট আসলে গুলির ক্ষতে ব্যান্ডেড দেওয়ার মতো।'

বাজেট ঘোষণার পর শনিবার এক্স হ্যান্ডলে এই বাজেটের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধি লেখেন, 'বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মাঝে সংকট দূরীকরণে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থায় বড়সড় পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই সরকার ভাবনাচিন্তা, ও আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনার জায়গায় সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়ে হয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিক বাজেট তারই নিদর্শন। এটা অনেকটা গুলির ক্ষত সারাতে ব্যান্ডেড চাপিয়ে দেওয়ার মতো।'

জনগণের বাজেট: মোদি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: প্রত্যেক ভারতীয়ের স্বপ্নপূরণ করবে এ বারের বাজেট। কেন্দ্রীয় বাজেটকে 'জনগণের বাজেট' বলে উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বাজেট পেশের পর এ কথা বললেন তিনি। এ বারের বাজেট থেকে সাধারণ মানুষ কতটা উপকৃত হবেন, তাও ব্যাখ্যা করেছেন মোদি।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, '১৪০ কোটি ভারতীয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতিই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'মধ্যবিত্ত কর প্রদানকারী, বেতনভোগী কর্মীদের বড় সুবিধা দেবে।' উল্লেখ্য, এ বারের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দেশের কর কাঠামোতে পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার

বেতনভোগীদের বছরে ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ে শূন্য রাখা হয়েছে আয়করের পরিমাণ। সেই কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এ বারের বাজেটে সব আয় গোষ্ঠীর জন্য কর কমানো হয়েছে। যা থেকে মধ্যবিত্তেরা উপকৃত হবেন।' মোদির দাবি, 'ভারতের উন্নয়ন যাত্রাকে আরও মসৃণ করবে কেন্দ্রীয় বাজেট। আমরা দেশের তরুণদের জন্য অনেক পথ খুলেছি।' 'জনগণের বাজেট' পেশ করার জন্য সীতারামনকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বাজেটের কথা বলতে গিয়ে মোদি বলেন, 'কী ভাবে সরকারি কোষাগার ভরবে, সেটাই সাধারণত বাজেটে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এ বার তা উল্টো হয়েছে। এ বারের বাজেটের মূল লক্ষ্য ছিল কী ভাবে সাধারণ মানুষের পকেট ভরবে, কী ভাবে সঞ্চয় হবে। এই বাজেট এই সবের জন্য খুবই শক্তিশালী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে।'

সংস্কারের ক্ষেত্রে এ বারের বাজেট খুব উল্লেখযোগ্য বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু তা-ই নয়, কর্মসংস্থানের নতুন দিক উন্মোচন করবে বলেও মনে করেন তিনি। মোদির কথায়, 'আমি সেই সব সংস্কার নিয়ে আলোচনা করতে চাই যা ভবিষ্যতে একটি বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে।'

সরলেন অলোক রাজোরিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার বদল। নৈহাটিতে তৃণমূল কর্মী সন্তোষ যাদব খুনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সরলেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। শনিবার বিকেলে নবান্ন থেকে তাঁর বদলির নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় দ্বায়িত্ব নিচ্ছেন অজয় ঠাকুর। অলোক রাজোরিয়া ডিআইজি ট্রাফিক হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন। যদিও রদবদলের বিষয়টিকে 'রুটিন বদলি' হিসাবে দাবি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার বিকেলে নৈহাটিতে নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটেছে। প্রকাশ্যে আসা সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সন্তোষ যাদবকে ইঁট দিয়ে থেঁতলে খুন করা হয়েছে। যদিও ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে বিদায়ী পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া দাবি করেছেন, ব্যক্তিগত আক্রোশের জেরে এই খুনের ঘটনা। এখানে গুলি চালানোর কোনও ঘটনা ঘটেনি। ইঁট দিয়ে থেঁতলে সন্তোষকে খুন করা হয়েছে।

বাজেটে বিহারের ঝুলি পূর্ণ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বাজেট যেন আটকে গেল বিহারের সীমানাতেই। বাজেট বক্তৃতা তিনি যেমন দিলেন বিহারের মধুবনী শাড়িতে, তেমনই ভাষণের কেন্দ্রবিন্দুতেও রইল নীতীশ কুমারের রাজ্য।

এমনিতে ১ ঘণ্টা ১৬ মিনিটের ভাষণে আয়করে স্বস্তি ছাড়া বিরাট কোনও জনমুখী ঘোষণা নির্মলা সীতারমণ করেননি। কিন্তু তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বারবার উঠে এসেছে বিহারের নাম। নির্মলা যেটুকু বড় ঘোষণা রাজ্য ধরে করেছেন, সেটার বেশিরভাগটাই বিহার কেন্দ্রিক। এদিন বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই নির্মলার চমক ছিল বিহারের মধুবনী শাড়ি। ওই শাড়িটি পদ্মশ্রী দুলারি দেবী বিহার সফরের সময় নির্মলাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই মধুবনীর ছোঁয়াতে বিহারের অর্থনীতি বদলানোর চেষ্টা করেছেন অর্থমন্ত্রী।

বিহারের ঝুলিতে এবারের বাজেটে উপহারের সম্ভার দেখতে পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফুড টেকনোলজি'স পাটনা বিমানবন্দর সম্প্রসারণ, শিল্প ও পরিষেবা পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য চারটি নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর, একটি ব্রাউনফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণের কথাও বাজেটে ঘোষণা করেছেন নির্মলা। এছাড়াও, পাটনা আইআইটির পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ানোর জন্যও বরাদ্দ করা হয়েছে, মাখানা চাষিদের জন্য আলাদা করে মাখানা বোর্ড গঠন।, মিথিলাঞ্চল এলাকায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে চাষবাসের জন্য কুশি খাল প্রকল্প, খননে কেন্দ্রীয় সহায়তা।

নির্মলার ফোকাসে শুধু বিহার কেন প্রশ্ন করলে তার উত্তরটা খুব সহজ। এক, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকার এখন নীতীশ কুমারের উপর নির্ভরশীল। দুই, এ বছরের শেষের দিকেই বিহারে বিধানসভা ভোট। বিহারে এই মুহূর্তে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ সরকার চলছে। সে রাজ্যে এবার বিজেপির কঠিন লড়াই।

NARSINGHA

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি — নবপত্রিকা

সোম — আরোগ্য — স্বাস্থ্য বীমা

মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি — লক্ষ্যভেদ

বুধ — ঘুরে ট্রাবে — ভ্রমণের টুকিটাকি

বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং — অর্থমন্ত্র

শুক্র — বায়োস্কোপ — সিনেমা অনুষঙ্গ

শনি — অর্ধেক আকাশ — চিত্রাঙ্গদা

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

কাঁকুড়গাছির সরস্বতী পুজোর থিমে স্যালাইন-কাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি স্যালাইন-কাণ্ড নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল রাজ্যে। এবার সেই ঘটনাই উঠে এল সরস্বতী পুজোর থিমে। কলকাতার কাঁকুড়গাছির শ্রী শ্রী সরস্বতী ও কালীমাতা মন্দির পরিষদের পুজোয় এই থিম করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, এটা আসলে কোনও থিম নয়। বাস্তব পরিস্থিতিকেই তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে প্রায় ৪৫ বছর ধরে সরস্বতী পুজো হচ্ছে। পরে গঠিত হয় শ্রী শ্রী সরস্বতী ও কালীমাতা মন্দির পরিষদ। যা তৈরি হয়েছিল বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের হাত ধরে। যিনি ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার বলি হন। তাঁর দাদা বিশ্বজিৎ সরকার এখন সরকারের নানা দুর্নীতি ও জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডকে থিম হিসেবে তুলে ধরেন। এবার স্যালাইন-কাণ্ডকে থিম করা হয়েছে। মন্দিরের সামনেই মণ্ডপ তৈরি করে সেখানে সাদা কাপড় দিয়ে একটি কেবিন রুম তৈরি করা হয়েছে । দেখানো হয়েছে একটি রোগী শুয়ে আছেন, তিনি মৃত। তাঁর হাতে চলছে স্যালাইন। পিছনে বড় বড় করে কালো ফ্লেক্সে লেখা, 'স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপহার বিষ স্যালাইন'। সামনের টেবিলে রাখা আছে একাধিক স্যালাইনের বোতল। আছে নানা ধরনের ওষুধ।

বিশ্বজিৎ সরকার জানিয়েছেন, রাজ্যে বাস্তবে যা ঘটছে, সেই সত্যিকেই তুলে ধরা হয়েছে এই মণ্ডপের মধ্য দিয়ে। সরকারি স্যালাইনে প্রসূতি মারা যাচ্ছে নজিরবিহীন ঘটনা। এখনও দোষীসাব্যস্ত করা হয়নি কাউকে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। কোন দিকে এগিয়েছে রাজ্য কেন্দ্রীয় বাজেট সাধারণ মানুষের জন্য বিপর্যয় এবং গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। চাকরি প্রত্যাশী যুবসমাজ, মহিলা এবং কৃষকদের স্বার্থ বাজেটে উপেক্ষিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা তথা রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র।

মহাকুম্ভে গিয়ে দিশেহারা নবান্নে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অনেক পুণ্যার্থীর খোঁজ নেই। দিশেহারা তাঁদের পরিজনরা। তাঁদের জন্য এবার এগিয়ে এল সরকার। রাজ্য সচিবালয় নবান্নে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। এ রাজ্যের পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের জন্য এই উদ্যোগ। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর একযোগে জরুরি পরিস্থিতিতে সাহায্য করবে।

হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে - ০৩৩/ ২২১৪ - ৩৫২৬ এবং ১০৭০ টোল ফ্রি নম্বর নবান্নের তরফেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা তা খোলা থাকছে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বহু পুণ্যার্থীদের মহাকুম্ভে সমাগম ঘটেছে। এখনও অনেকেই যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে ফিরেছেন অসংখ্য মানুষ, আবার বিপাকেও পড়েছেন অনেকে।

স্বামীর কিডনি বিক্রির টাকা, গয়না নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে চম্পট স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংসারের অনটন সামলাতে নিজের কিডনি বিক্রি করেন হাওড়ার সাঁকরাইলের এক যুবক। এরপর সেই টাকা হাতিয়ে নিয়ে নিজের প্রেমিকের সঙ্গে পালাল ওই যুবকের স্ত্রী। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লক এলাকায়। বছর ৩৯'র ওই ব্যক্তি অভিযোগে জানিয়ে স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন কলকাতা হাইকোর্টে।

সূত্রের খবর, ভবিষ্যতে নিজেদের নাবালিকা কন্যার বিয়ের জন্য এখন থেকেই গয়না করিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার বলে স্বামীকে একটা কিডনি বেচতে বাধ্য করে স্ত্রী। এরপর সেই পাওয়া নগদ ও নগদের কিছুটা দিয়ে কেনা গয়না নিয়ে ৩৩ বছরের তরুণী বেপাত্তা হয়ে যান তার প্রেমিকের সঙ্গে!

সূত্রের খবর, ওই ব্যক্তি স্ত্রীর নিখোঁজ হওয়ার ডায়েরি করেন এবং তারপর স্ত্রীকে খুঁজে পেতে হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করেন। এ ক্ষেত্রে মামলাকারীর স্ত্রীকে খুঁজে এনে আদালতে হাজির করানোর কথা। যদিও হেবিয়াস কর্পাস মামলায় পুলিশের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, তদন্তকারীদের কাছে ওই মহিলা লিখিত ভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়েছেন।

তাঁর প্রেমিক এবং তিনি এখন স্বামী, স্ত্রীর মতো থাকছেন, কেউ তাঁকে জোর করে কিছু করায়নি। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার, ২৭ জানুয়ারি হেবিয়াস কর্পাস মামলাটি খারিজ করে দেয়। আদালতের বক্তব্য, যেহেতু মহিলার হদিশ পাওয়া গিয়েছে এবং তিনি স্বেচ্ছায় স্বামীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা মুচলেকা দিয়ে জানিয়েছেন, তাই এই ক্ষেত্রে আর হেভিয়াস কর্পাসের আবেদন কার্যকর হবে না। যদিও এরপর নিজের টাকা পয়সা স্ত্রীর কাছ থেকে আদায় করতে স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন ওই ব্যক্তি। গত ২৩ ডিসেম্বর সকালে বাড়ি থেকে বাজারে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে সাঁকরাইলের ওই তরুণী আর বাড়ি ফেরেননি বলে তাঁর স্বামী জানিয়েছেন। তবে এই ঘটনায় আইনজীবীদের বক্তব্য, গোটা ঘটনায় কিডনি বেচে টাকা পাওয়ার বিষয়টি সামনে এসেছে, যা আইনত দণ্ডনীয় এবং সে ক্ষেত্রে ৩৯ বছরের ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বেআইনি কাজের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন। তবে আইনজীবীদের অন্য একটি অংশের অভিমত হল, মামলাকারীকে প্রথম থেকে ভুল বুঝিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। সুতরাং, এখানে স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করা ওই ব্যক্তিকে ঘটনার শিকার বলে ধরে নেওয়ার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে বলে ওই আইনজীবীরা মনে করছেন।

স্বামীর অভিযোগ তাঁর স্ত্রীকে ব্যারাকপুরের বাসিন্দা এক যুবক ভুল বুঝিয়ে তুলে নিয়ে গিয়েছেন। হাইকোর্টে দায়ের করা অভিযোগে সাঁকরাইলের ওই ব্যক্তি আরও জানান, অভাবের সংসারে বছর বারোর মেয়ের ভবিষ্যতে বিয়ের জন্য এখন থেকেই কিছু গয়না তৈরি করিয়ে রাখার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই চাপ দিচ্ছিলেন তাঁর স্ত্রী। গত বছর অক্টোবরে একজন রোগীর কথা জানিয়ে তাঁকে কিডনি বেচতে ওই তরুণী তাঁর স্বামীকে জোর করেন। তার পর পাঁচ লক্ষ টাকা ওই ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে এবং প্রায় দু'লক্ষ টাকা তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে আসে। অভিযোগকারীর আইনজীবী সৌরভ মণ্ডল দাবি করেন, স্বামীকে প্রথমে ভুল বুঝিয়ে তাঁর কিডনি বেচতে একরকম বাধ্য করেন ওই তরুণী।

রাজ্য সরকারের কৌঁসুলি রানা মুখোপাধ্যায় পুলিশকে দেওয়া ওই তরুণীর মুচলেকার কপি আদালতে পেশ করেছেন।

বাজেটে চোখ...

কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের ২০২৫-২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অলংকার উদ্যোক্তারা বাজেটকে স্থিতিশীলতামূলক বাজেট হিসেবে অভিহিত করেছেন, যদিও অনেকেই আমদানি শুল্কে কিছুটা ছাড় আশা করেছিলেন।

রাজেন্দ্র খান্ডেলওয়াল, প্রাক্তন সভাপতি, কলকাতা চেম্বার অফ কমার্স বললেন, সরকার নতুন বাজেটে সবাইকে খুশি করার চেষ্টা করেছে। কৃষক ও কৃষির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বেতনভোগী ব্যক্তিদের অনেক ধরনের কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেশে নতুন ব্যবসা বা কারখানা খোলার জন্য কোনও শক্তিশালী ব্যবস্থা নেই বলে মনে হচ্ছে। সরকার যদি এখনও না জেগে ওঠে, তাহলে দেশের অর্থনীতি আবারও খারাপের দিকে যেতে পারে। ক্যানসারের ওষুধের উপর কর প্রত্যাহার, ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর কর না দেওয়ার বিধানকে স্বাগত। সামগ্রিকভাবে, অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন। এবিষয়ে ঋষভ সি. কোঠারি, সভাপতি, হিন্দুস্তান ক্লাব বললেন যে ২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট রাজস্ব বিচক্ষণতা এবং অর্থনৈতিক উদ্দীপনার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। বর্ধিত আয়কর ছাড় মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে অত্যন্ত স্বস্তি দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি দূরদর্শী বাজেট যা অগ্রগতির জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করে।

রাজেন্দ্র খান্ডেলওয়াল

ঋষভ সি. কোঠারি

এই বাজেটে যুব, মহিলা এবং কৃষকদের জন্য কিছুই নেই অমিত মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাজেট প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করে অমিত বাবু বলেন, এই বাজেট কী করল? সামাজিক পরিষেবায় ১৬ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। আবাসনে কমানো হয়েছে ৪.৩৮ শতাংশ। সমাজ কল্যাণ এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষরা বিশ্বাস করুন বা না করুন, ৩ শতাংশেরও বেশি কাট অফ করা হয়েছে। তারপর সমাজ কল্যাণ এবং ৫ শতাংশ কমানোর কথা বলা হয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল খাদ্য ভর্তুকি ১ শতাংশ কমানো। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যুব, মহিলা এবং কৃষকদের জন্য কিছুই নেই।

শুধু তাই নয়, তিনি একথাও বলেন, বীমা খাতে যেখানে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ অনুমোদিত। সেখানে ভারতীয় বেসরকারি খাতের কোম্পানি-সহ অন্যান্য বীমা কোম্পানিগুলি এখন তাদের ১০০ শতাংশ ইকুইটি নিয়ে আসছে। রাজ্য জীবন বীমা-সহ অন্যান্য বীমার উপর জিএসটি নেয়।

সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জনের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে চক্র রেল, জানালো রেল: রাজ্য প্রশাসনের অনুরোধে, পূর্ব রেলের শিয়ালদা বিভাগ ৩ ফেব্রুয়ারি সোমবার, ৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার এবং ৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার প্রতিদিন বিকেল ৪ টা থেকে পরের দিন ভোর ৫ টা পর্যন্ত দেবী সরস্বতীর প্রতিমা বিসর্জনের জন্য চক্র রেলের ট্রেন পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ৩০৩১২, ৩০৩১৪ এবং ৩০১২২ ইএমইউ লোকাল কলকাতা স্টেশনে তাদের যাত্রা সমাপ্ত করবে এবং ৩০৩৩১, ৩০১১১ এবং ৩০৩১৩ সার্কুলার রেলওয়ে ইএমইউ লোকাল কলকাতা স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্তভাবে যাত্রা শুরু করবে।

বাড়ির মালিকানা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়ায় খুশি পূর্তি রিয়েলটি: কেন্দ্রীয় বাজেটে বাড়ির মালিকানা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়ায় খুশি পূর্তি রিয়েলটি। এই প্রসঙ্গে পূর্তি রিয়েলিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহেল আগরওয়াল জানান, এই বছরের বাজেটে স্ব-অধিকৃত সম্পত্তির জন্য কর সুবিধা সহজ করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রগতিশীল অবস্থানের প্রশংসা করি। কঠোর শর্ত ছাড়াই একটি স্ব-অধিকৃত সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য শূন্য হিসাবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্তটি বাড়ির মালিকদের জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্বস্তি।

শনিবার থেকে শুরু হল 'চিত্র যেথা ভয় শূন্য' শীর্ষক কলকাতা ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এর বার্ষিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। চলবে আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।

গুরুপ্রণামে অনবদ্য সমবেত বেহালার সুরমূর্ছনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জিডি বিড়লা সভাঘরে আয়োজিত হল গুরু প্রণাম ২০২৫-এর অনুষ্ঠান। আয়োজন করে স্বর সাধনা। সহযোগিতায় ছিল সংগীত আশ্রম। গুরু পণ্ডিত পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই আয়োজনে খুশি আগত অতিথি থেকে শুরু করে ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা। গুরুপ্রণামের চাঁদের হাটে উপস্থিত ছিলেন গুরু তেজেন্দ্র নারায়ণ, গুরু আরশাদ আলি খান দে'র মত প্রখ্যাত শিল্পীরা। এদিন তাঁদের সামনে গুরু পণ্ডিত পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তালিম নেওয়া ৭০ জন শিল্পী একসঙ্গে বেহালা বাজিয়ে মন জয় করে নেন উপস্থিত দর্শকদের। গুরু পণ্ডিত পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, একজন শিল্পীর স্বপ্ন থাকে অগণিত দর্শকের সামনে নিজের শিল্প স্বত্ত্বা তুলে ধরা। তিনি চান ছোট শিল্পীরা যথার্থ সম্মান পাক কারণ তারাই আগামী দিনে সাংস্কৃতিক আঙ্গিনায় তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২ রাত ফেব্রুয়ারি। রবি বার, ১৯ শেষ মাঘ। সৌভাগ্য চতুর্থী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদদোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(আজ গনেশ চতুর্থী। বিনায়ক তিথি। অখন্ডদান শ্রী শ্রী গৌরী তিথী। সৌড়মাস শ্রী শ্রী মা কমলাতিথি মুহূর্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, **Mohan Metya**, S/O Sukumar Metya, aged about 26 years, resident of Vill- Gayaspur, P.O.-Shanrpur, P.S. Debra, Dist- Paschim Medinipur. I hereby declared vide affidavit No.2012 dated 29.01.2025 before the Court of 1st Class Judicial Magistrate, Paschim Medinipur that for future complication I want to declare my name from this day as **Mohan Metya** in place of **Madan Metya** and also **Madan Mohan Metya.**

নাম-পদবী

আমি Suparna Bandyopadhyay স্বামী Supradip Das নিবাস- ৫, Bansdroni Govt Colony Road, P.O.- Bansdroni, P.S- Regent Park, Kolkata 700070. ৩০.১.২০২৫ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিটে (৮৩০১) আমি Suparna Banerjee নামে পরিচিত হলাম। Suparna Bandyopadhyay এবং Suparna Banerjee এক ই ব্যক্তি।

আমি Abdus Samad , S/o - Late SK Jahangir, Vill - Bholaipur, PO- Abinashpur, PS-Panrui , Dist - Birbhum (WB) , PIN 731121 এর স্থায়ী বাসিন্দা। আমার ছেলের মাধ্যমিকের অ্যাডমিট, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট এ আমার নাম Abdul Samad হিসেবে নিবন্ধিত আছে। আমি গত 31.01.2025 এর মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ফার্স্ট কোর্ট, সিউড়ি , বীরভূম এর এফিডেভিট নম্বর 1972 এ Abdus Samad এবং Abdul Samad এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা নিতাই চন্দ্র রাঢ়ীপিতা মৃত যতীন্দ্র কুমার রাঢ়ী ও বীণাপাণি রাঢ়ী, স্বামী কালিপদ রাঢ়ী উভয়ের মাং -নবদ্বীপ নন্দীপাড়া জেলা নদীয়ার বাসিন্দা৷ থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ২০নং নবদ্বীপ মৌজার এল আর-২৫৯১,২৯৫৯,৩১৭৭,৩৮৯৭, ৬১২৮,৬৫৯১,১০৪৯২,১০৬৭৭,১৩৫৩৩নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৯৩৩৮নং দাগের ১.৬২৫ শতক জমি মৃত্যুর পক্ষে বিগত ইং-১৯৯৪ মালের এ ডি এম আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬১৩ ৬৮, এবং উক্ত অফিসের১৯৯৫ মালের ৬ নং আমমোক্তার দলিল বলে জেলা-নদীয়া নিবাসী গোপী মোহন রাঢ়ী, রমণী মোহন রাঢ়ী, নিকুঞ্জ রাঢ়ী, মকলের পিতা জিতেন্দ্র নাথ রাঢ়ী, গুরুপদ রাঢ়ী, চৈতন্য রাঢ়ী, বিষ্ণুপ্রিয়া রাঢ়ী উভয়েরপিতা ও স্বামী যতীন্দ্র কুমার রাঢ়ী, রতন মনি রাঢ়ী, পিতা কালিপদ রাঢ়ী, নীলমণি রাঢ়ী, মাখন মনি রাঢ়ী, যদুমনি রাঢ়ী, মনি মোহন রাঢ়ী, মকলের পিতা কালিপদ রাঢ়ী এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই৷ অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ১৯৯৫ মালের চেল দলিল ৪১৫ নং এ ডি এম আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল দ্বারা ইং ২৪/০১/২০০১তারিখে এ ডি এম আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১৮নং দলিল দ্বারা খরিদ করেন মাং-নবদ্বীপ বিশ্বাস পাড়া,জেলা নদীয়া নিবাসী উষা রানী পাল স্বামী নিমাই পালআগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন৷ ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন৷

FORM-C
NEWSPAPER NOTIFICATION

NOTICE is hereby given that Share Certificate No(s) **32335** for **100** Share(s) bearing distinctive nos **11592401** to **11592500** (both inclusive) of **Vesuvius India Ltd**, having is Registered Office at P 104, Taratala Road, Kolkata, registered in the name(s) of **N Gururaja** has/have been lost.

I/We, have now applied to the Company for issue of duplicate share certificate(s) in lieu of the above, Any person having any objection to the issue of duplicate Share certificate(s), in lieu of said original share certificate(s), is required to lodge his/her objection thereto with the company at the above address or with their Registrars, C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD, P-22, Bondel Road, Kolkata – 700019, in writing within 15 days from the date of publication of this Notice.

N Gururaja
No 230, 4th Main, 11th Cross
Bank Colony, Bogadi,
Mysore – 570026

Place: Mysore
Date: 24/01/2025

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী সন্ধ্যা রানী সেন স্বামী ৺অসীম কুমার সেন সাকিম বড়াল লেন, হুগলী, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়া বিগত ইং 30/08/2012 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00152/2012 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী শৈবাল সেন** পিতা ৺অসীম কুমার সেন সাকিম বড়াল লেন, হুগলী, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 19/09/2012 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5833/2012 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে 'মেসার্স সুমঙ্গল ইনষ্টিটিউট বিসনেস্ এ্যাডমিসট্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড' সাকিম ৩৩/এ জহরলাল নেহেরু রোড, চ্যাটার্জ্জী ইন্টারন্যাশানাল সেন্টার, ৯ম ফ্লোর, কলি-৭১ এর পক্ষে ডাইরেক্টর **শ্রী সুব্রত অধিকারী** পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র অধিকারী সাকিম অধিকারী পাড়া, বাঘাটী, মগরা, হুগলী, হাল সাকিম ৫ কিউ কনফিল্ড রোড, বালিগঞ্জ, কোলকাতা মহাশয়কে হাল ২২০/১ খতিয়ানে ১)হাল ১৩ দাগে ৫০ শতক, ২)হাল ১৩/৩১৮ দাগে ০৩ শতক, ৩)হাল ৩৬ দাগে ১৫ শতক, একুনে ৩টি দাগে ৬৮ শতক বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, অতঃপর ২০২২ সালে **শ্রী সুব্রত অধিকারী** মহাশয় পরলোক গমন করিলে পর কোম্পানির আইন অনুযায়ী তাহার স্ত্রী আমার মক্কেল **শ্রীমত্যা মধুমিতা অধিকারী** স্বামী ৺সুব্রত অধিকারী উক্ত প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইয়া উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ প্রতিষ্টানের নামে নাম পত্তন না করিয়াই ১)বিগত ইং 01/08/2024 তারিখে ডি.এস.আর-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2501/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী দুলাল সরকার পিতা শিবু সরকার সাকিম ছোটখেঁজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ মহাশয়কে হাল ৩৬ নং দাগ হইতে ০১ কাঠা ০৬ ছটাক ২৮ বর্গফুট ও ২)বিগত ইং 19/12/2023 তারিখে A.R.A-I, কোলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10481/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী তপন সরদার** পিতা সুমল সরদার সাকিম ছোটখেঁজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ মহাশয়কে হাল ৩৬ নং দাগ হইতে ০১ কাঠা ০৬ ছটাক ৩৩ বর্গফুট বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১৯ মাঘ, রবিবার

বাগদেবীর আরাধনায়...কলকাতা হেয়ার স্কুলে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ছবি: অদিতি সাহা

পুলিশ আধিকারিকের উপস্থিতিতে সরস্বতী পুজোর নির্দেশ হাইকোর্টের

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে রিপোর্ট চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যোগেশচন্দ্র কলেজে সরস্বতী পুজো নিয়ে কার্যত নজিরবিহীন জটিলতা। তা কাটাতে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, পুলিশের যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার কোনও আধিকারিকের নজরদারিতে কলেজে সরস্বতী পুজো হবে। কিন্তু তারপরও কলেজে প্রাতঃবিভাগ ও দিবাবিভাগের মধ্যে চাপা দ্বন্দ্বের খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিরক্তি প্রকাশ করেন বলে সূত্রের খবর। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী রিপোর্ট চেয়েছেন বলে জানান খোদ শিক্ষামন্ত্রীই। তিনি আরও জানান, আজ রবিবার ব্রাত্য নিজে যাবেন কলেজে, সরস্বতী পুজোয় অংশ নেবেন।

জানা গিয়েছে, কলেজের ভিতরে বহিরাগতরা ঢুকে অশান্তি তৈরি করে বলে অভিযোগ তোলেন এক ছাত্রী। তাদের প্রবেশ বন্ধ করা

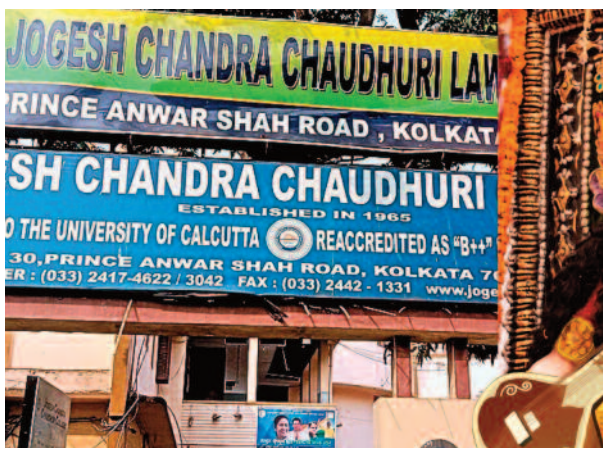

যাচ্ছে না বলে দাবি কলেজ কর্তৃপক্ষের। আর এ থেকেই তৈরি হয়েছে সমস্যা। প্রতি বছর যোগেশচন্দ্র ডে কলেজ ও যোগেশচন্দ্র ল কলেজের পড়ুয়ারা দুটি আলাদা জায়গায় পৃথকভাবে সরস্বতী পুজো করেন। এবছর পুরনো ভবন থেকে নতুন ভবনে যাওয়ার রাস্তায় এমনভাবে একটি প্যান্ডেল বানানো হয়েছে, যাতে ল কলেজের পড়ুয়ারা ক্লাসে যেতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেন। ওই পুজোয় সম্প্রতি বহিরাগতরা বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এই মর্মে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। উচ্চ আদালত নির্দেশ দেয়, পুলিশের নজরদারিতে হবে সরস্বতী পুজো। শনিবার সল্টলেকের জাতীয় স্তরের জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে হাজির ছিলেন ব্রাত্য বসু। সেখানে সাংবাদিকরা তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে জানান, মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে জানতে চান। আমি কলেজের প্রিন্সিপাল ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলেছি। পুজোর দিন আমিও কলেজে উপস্থিত থাকব। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকেও আমি রিপোর্ট দেব। পুজোয় যাতে কোনওরকম বাধা বিঘ্ন বা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

শেষ হল প্রথম পর্যায়ের নবম দুয়ারে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নবম দুয়ারে সরকার কর্মসূচির প্রথম পর্যায় শেষ হল। এবার মোট ১০ লক্ষ ৬ হাজার ৪৮০টি শিবিরের আয়োজন করা হয়। শেষ দিনে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৩৪ জন মানুষ শিবিরে এসেছেন। মোট ১ কোটি ৬৩ লক্ষের বেশি মানুষ এসেছেন বলে নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে উপভোক্তাদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। অন্যান্য বারের মতো এবারও ৩৭ প্রকল্পকে টেক্কা দিয়ে শীর্ষে রয়েছে লদীর ভাণ্ডার। এই প্রকল্পের জন্য জমা পড়েছে ৩ লক্ষ আবেদন। পরিসংখ্যান অনুসারে প্রথম সাতদিনেই প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষ এসেছেন দুয়ারে সরকার শিবিরে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাশাপাশি বার্ধক্য ভাতার জন্য প্রায় ১ লক্ষ, স্বাস্থ্যসাথীতে প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার আবেদন জমা পড়েছে । এই সকল আবেদনগুলি ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যাচাই করে নতুন উপভোক্তাদের সুবিধা প্রদান চালু করবে রাজ্য।

শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান নৈহাটি গুন্ডাদের হাতে চলে গেছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : তৃণমূল কর্মী সন্তোষ যাদব খুনের ঘটনা ঘিরে তপ্ত নৈহাটি। ঘটনার পর একাধিক বিজেপির নেতা-কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এমনকী বিজেপির কার্যালয় সিং ভবনে ভাঙচুর চালিয়ে লুটপাটের পাশাপাশি আগুন লাগিয়ে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। দলীয় কর্মী খুনে শাসকদলের অভিযোগের তির গেরুয়া শিবিরের দিকেই। যদিও ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং শুক্রবার দাবি করেছেন, বন্ধ গৌরীপুর জুটমিলের জমিজমা বিক্রির লড়াইয়ের পাশাপাশি পুরনো বিবাদের জেরে নৈহাটিতে খুনের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান নৈহাটি এখ

ন গুন্ডাদের হাতে চলে গিয়েছে। রেল কলোনি দখল করে একটা শ্রেণি লুটপাট চালাচ্ছে। রেলের জমি দখল করে তৃণমূলের পার্টি অফিস চলছে। তাঁর অভিযোগ, দলীয় কর্মী মুকেশ সাউ, কানাই সাউয়ের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। লোটো গুড্ডু, কাউ, নয়াবাজারের সংখ্যালঘুরা সিং ভবনে ভাঙচুর করে লুটপাট চালিয়েছে। প্রাক্তন সাংসদের আরও দাবি, পার্থ ভৌমিক নিজে একটা ক্রিমিনাল। ওর আশপাশে দেখা যায় লোটো গুড্ডু, বালি মাফিয়া রণ কর্মকারকে। লোটো গুড্ডু পার্থ ভৌমিকের স্পনসর। তাঁর দাবি, জমিজমা বিক্রি নিয়ে অশোক চ্যাটার্জি ও সনৎ দে-র মধ্যে কাজিয়া তুঙ্গে। জগদ্দলের মজদুর ভবনে হামলার হুঁশিয়ারি নিয়ে অর্জুনের পাল্টা দাওয়াই, পার্থকে দিল্লিতে সংসদ ভবনে তো যেতে হবে। যদিও তিনি কারও ধমকানো, চমকানোতে ভয় পান না। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, নৈহাটি জুড়ে তোলাবাজি চলছে। বড়মাকে ঘিরে সিন্ডিকেট রাজ চলছে। তাঁর আরও অভিযোগ, বহু বছর ধরে বন্ধ থাকা গৌরীপুর জুটমিলের যন্ত্রাংশ লুটপাট হয়ে গিয়েছে। এখন বন্ধ মিলের জমি দখলের লড়াই চলছে।

বেপরোয়া গতির জেরে দুর্ঘটনা চিংড়িঘাটায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের বেপরোয়া গতির জেরেই দুর্ঘটনা চিংড়িঘাটার কাছেই। নাইট শিফট সেরে শনিবার সকালে বাড়ি ফিরছিলেন এক তরুণী। অ্যাপ ক্যাবের পিছনের সিট থেকে ছিটকে সামনে পড়ে যান তিনি। এরপর গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকাল ৫টা ৫০ নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত ওই তরুণী নাইট শিফটে কাজ সেরে বেরিয়ে ক্যাব বুক করে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁকে গাড়িতে তুলে দ্রুতগতিতে সেক্টর ফাইভ থেকে চিংড়িঘাটার দিকে যাচ্ছিল ওই ক্যাব। পিছনের সিটে বসেছিলেন ওই তরুণী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সামনে থাকা সিগনাল 'রেড' হয়ে যাওয়ায় ক্যাব গাড়িটির সামনে থাকা একটি ম্যাটাডোর এমার্জেন্সি ব্রেক কসে। ক্যাব তখ ন উচ্চগতিতে ছুটছিল, ফলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ও ম্যাটাডোরের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। ক্যাব গাড়িটির সামনের অংশ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। গাড়ির এয়ারব্যাগ খুলে যাওয়ায় রক্ষা পান চালক। কিন্তু দুর্ঘটনার জেরে পিছনের সিটে বসে থাকা তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার ওই কর্মী ছিটকে গাড়ির সামনে চলে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিশ।

অনলাইনে মিলছে সরস্বতী প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শাস্ত্র মতে, মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পুজো করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সনাতনীদের ঘরে ঘরে বাগদেবীর আরাধনা করা হয়। তবে শত ব্যস্ততার মধ্যে কেনাকাটার ঝক্কি এখন অনেকটাই দূর হয়েছে। ডিজিটাল যুগে বাড়িতে বসেই মিলছে পুজোর উপকরণ-সহ ফলমূল। মোবাইল কিংবা কম্পিউটারে ক্লিক করলেই পুজোর সমস্ত সামগ্রী পৌঁছে যাবে বাড়িতে। ইদানিং পুজোর প্যাকেজে মিলছে সরস্বতী প্রতিমা-সহ পুরোহিতও। অনলাইনে সরস্বতী ঠাকুর মেলায় মাথায় হাত পড়েছে শিল্পাঞ্চলের অনেক মৃৎ শিল্পীর।

নৈহাটিতে দলীয় কার্যালয়-সহ কার্যকর্তাদের বাড়িতে তাণ্ডব

প্রতিবাদে পুলিশ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : শুক্রবার বিকেলে নৈহাটিতে খুন হন তৃণমূল কর্মী সন্তোষ যাদব। ঘটনার দিন রাতেই নৈহাটির গৌরীপুরে বিজেপি কার্যালয় 'সিং ভবনে' ভাঙচুর চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করার অভিযোগ উঠেছে। তাছাড়া একাধিক কার্যকর্তাদের বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের লোকজনের বিরুদ্ধে। অগ্নিসংযোগ ও হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার বেলায় বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার তরফে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। উক্ত স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী, ব্যারাকপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক ও সম্পাদক যথাক্রমে রূপক মিত্র ও কুন্দন সিং-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। স্মারকলিপি জমা দিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি বলেন, নৈহাটিতে একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নিরীহ কার্যকর্তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী। তাছাড়া দলীয় কার্যালয় সিং ভবনে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এহেন আক্রমণের প্রতিবাদে এদিন তাঁরা পুলিশ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন।

তার অভিযোগ, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করার চেষ্টা করছে শাসকদল। অপরদিকে বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচীর দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই নৈহাটিতে খুনের ঘটনা ঘটেছে। তথাপি দলীয় কর্মীদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, কার্যকর্তাদের ওপর আক্রমণ করা হলে তাঁরাও চুপ করে বসে থাকবেন না। শাসকদলের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়াই জারি রাখবেন।

বেআইনি বাড়ি আটকাতে তৈরি হচ্ছে টিম, জানালেন ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় একাধিক বাড়ি হেলে পড়ার অভিযোগে কলকাতা পুরসভা ক্রমাগত যখন বিদ্ধ সেই সময় পুরকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন ববি।

পুরসভার কর্মীরা যাতে কোনও রকম দুর্নীতিতে জড়িয়ে না পড়েন এমন কথাও অভিভাবকের মতোই বোঝাতে শোনা গেল তাঁকে। কখনও তাঁকে এদিন বলতে শোনা যায়, 'আমি বুড়ো হয়েছি, আমি আর কত দিন থাকব, আপনারাই ভবিষ্যত।'

কখনও আবার বলেন, 'সৎ উপায়ে রোজগার করলে এক সময় গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচা যায়।' এদিন, ফিরহাদ বলেন, 'বেআইনি বাড়ি আটকাতে একটা টিম তৈরি করা হচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে এই বিষয়ে।'

এরই পাশাপাশি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে গিয়ে ফিরহাদ এও জানান, 'আপনারা যাঁরা বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন, তাঁদের হয়তো মনে হচ্ছে এটা একটা থ্যাঙ্কলেস জব। কিন্তু তা নয়। আমার বয়স হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আপনারা এখানে ষাট বছর অবধি থাকবেন। এক সময় কেউ যদি প্রশ্ন করতে বাবা কোথায় কাজ করে? বাচ্চা ছেলেরা বলত চোর-পোরেশন। কিন্তু আপনাদের সন্তানরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারবে, আমার বাবা কর্পোরেশনে কাজ করে। তাই বলছি, পুরসভার সুনাম আপনারা ধরে রাখতে পারবেন। আমি পারব না। আমার মতো বুড়ো হাবড়া কিচ্ছু করতে পারবেন না। সুনাম আপনাদের হাতে।'

একই সঙ্গে মেয়র পুরকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'যাঁরা অন্যায় করে বেআইনি বাড়ি তৈরি করছে, যাঁরা দুর্নীতি করছে, তাঁদের যখন বয়স দেখবেন, তাঁদের হয় ছেলে পঙ্গু হয়। নয়তো সংসারে অশান্তি হয়। হিসাব বহির্ভূত টাকা থাকলে ঘুম আসে না। আর পঞ্চাশ-ষাট বয়স হলে এত ওষুধ খেতে হয় যে সেই টাকা থাকে না। নিজের কাজ সম্মানের সঙ্গে করলে অহংকার করে বাঁচতে পারবেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে অহংকার করতে পারবেন। আপনাদের কাছে এটাই চাই আমি।'

বাজেট প্রতিক্রিয়ায় বিশিষ্টজনেরা

রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে বাজেট: সুপর্ণা মুকাদম (কেভেন্টার গ্রুপের হেড অফ মার্কেটিং)

কেভেন্টার গ্রুপের হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড ব্র্যান্ড কাস্টোডিয়ান সুপর্ণা মুকাদম ২০২৫-এর বাজেট প্রসঙ্গে জানান, 'রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মূল নীতি পরিবর্তনের প্রবর্তন করে বাজেট ২০২৫। যা উল্লেখ যোগ্যভাবে বাড়ির মালিক এবং বিনিয়োগকারী উভয়কেই প্রভাবিত করবে। দুটি নিজস্ব সম্পত্তির জন্য ট্যাক্স বেনিফিট যাতে মেলে, তার জন্যই এই পদক্ষেপ। সেই সঙ্গে যাঁদের একাধিক বাড়ি রয়েছে অথবা যাঁরা দ্বিতীয় কোনও সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করেছেন, তাঁদের সঞ্চয় বাড়ানোর জন্যও এই পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এই পরিবর্তনই রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে বাড়ি-ঘর কেনা অথবা সম্পত্তি ভাড়া দেওয়ার মার্কেটের কার্যকলাপও উজ্জীবিত হবে। এর পাশাপাশি বাজেটে আয়কর ছাড়ের সীমা বাড়িয়ে ১২ লক্ষ টাকা করে মধ্যবিত্তদের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে কৃষি, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং পরিকাঠামো খাতে সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়া এমএসএমই-র ক্রেডিট অ্যাক্সেসে উন্নতি কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক বিকাশ ঘটাবে।'

বাজেট গিগ ওয়ার্কারদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা: বিনোদ কুমার গুপ্তা (ডলার ইন্ডাস্ট্রিজ, এমডি)

২০২৫-এর কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে ডলার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের এমডি বিনোদ কুমার গুপ্তা জানান, 'কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-এর মূল লক্ষ্য হল, তাৎপর্যপূর্ণ কর সংস্কারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশ, কৃষিকাজের উন্নতি এবং নন-স্ট্যান্ডার্ড বা গিগ ওয়ার্কারদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা। প্রযুক্তি আপগ্রেড এবং শুল্ক সমন্বয়ের উপর জোর দিলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী টেক্সটাইল সেক্টরও শক্তিশালী হবে। আবার কটন প্রোডাক্টিভিটি স্কিম তুলো চাষকে উজ্জীবিত করবে এবং গুণমান সম্পন্ন উৎপাদনশীলতাকে উন্নত করবে। সব মিলিয়ে এই সমস্ত পদক্ষেপ গোটা ইন্ডাস্ট্রি জুড়ে সমৃদ্ধি আনবে এবং প্রতিযোগিতাও বজায় রাখবে।'

রিয়েল এস্টেট সেক্টরের বিকাশ ঘটানো হয়েছে: সুশীল মোহতা (মার্লিন গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ক্রেডাই ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট)

মার্লিন গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ক্রেডাই ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট সুশীল মোহতার মতে, কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-এ রিয়েল এস্টেট সেক্টরের বিকাশ ঘটানো হয়েছে। কিন্তু আরও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন যে, 'অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন, তা স্থায়ী আর্থিক বিকাশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। সেই সঙ্গে বেশ কিছু ব্যবস্থা রিয়েল এস্টেট সেক্টরকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করবে। আয়কর ছাড়ের সীমা ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং ভাড়ার উপর উচ্চতর টিডিএস সীমা (২.৪ লক্ষ টাকা থেকে ৬ লক্ষ টাকা) নিষ্পত্তিযোগ্য আয় বাড়াবে, আবাসনের চাহিদা বাড়াবে এবং সামগ্রিক খরচ বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আরবান চ্যালেঞ্জ ফান্ডের আওতায় ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করার ফলে ভালো আরবান প্ল্যানিংয়ের বিকাশ ঘটাবে। এর ফলে পরিকাঠামো-ভিত্তিক রিয়েল এস্টেটের উন্নতির পথও প্রশস্ত হবে। সেই সঙ্গে আটকে থাকা হাউজিং প্রজেক্টের গতি আনতে এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টরে লিক্যুইডিটি নিশ্চিত করতে স্পেশ্যাল উইন্ডো ফর অ্যাফর্ডেবল অ্যান্ড মিড ইনকাম হাউজিং পান্ড-২-এ ১৫ হাজার কোটি টাকার উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। উড়ান স্কিমের সম্প্রসারণ আঞ্চলিক সংযোগকে আরও উন্নত করবে। টায়ার ২ এবং টায়ার ৩ শহরে নতুন করে রিয়েল এস্টেট বাজার খুলে দেবে। যদিও বিশেষ করে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের ক্ষেত্রে সেক্টরটি অতিরিক্ত পদক্ষেপের প্রত্যাশা করেছিল। ইন্ডাস্ট্রির দাবিগুলি যেমন - হায়ার হোম লোনের সুদের ছাড়-সহ আরও কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই সংস্কারগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে হাউজিং অ্যাফোর্ডেবিলিটি এবং ইনভেস্টমেন্ট ইনফ্লো বৃদ্ধি করবে। যেহেতু এই ঘোষণাগুলি ইতিবাচক, তাই চলতি মাসের শেষের দিকে রেপো রেট কাটের বিষয়ে আশা করে রয়েছে এই সেক্টর। যাঁরা বাড়ি কিনতে চান, তাঁদের আবেগকে উন্নত করবে এবং বিকাশ আনবে।'

নতুন ভারতের এক রূপরেখা প্রদান, মন্তব্য হর্ষবর্ধন নেওটিয়া (অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান)

অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার ২০২৫-এর বাজেট নিয়ে মন্তব্য, 'নতুন ভারতের গল্পের এক রূপরেখা প্রদান করেছে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বাজেট সংক্রান্ত প্রস্তাব। সেই সঙ্গে অবশ্য তা এক বিশ্বাসযোগ্য পরিচালনও প্রদান করেছে। এখানেই শেষ নয়, এই বাজেট সংক্রান্ত প্রস্তাব এক নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থারও রূপরেখা দিয়েছে, যা ব্যবসা বা ইন্ডাস্ট্রিকে উৎসাহ দেবে। আর অন্যদিকে চাকরির সংস্থান তৈরির নীতির দৃষ্টিভঙ্গিও প্রদান করেছে। হোটেল, ভ্রমণ এবং পর্যটন উৎসাহ পাচ্ছে। কারণ প্রধান ৫০টি গন্তব্যস্থলে হোটেল নির্মাণে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি এইচএমএল পরিকাঠামো থেকে তহবিল বা ফান্ডিং সুবিধার অনুমতিও দেবে। পলিসি ডিজাইনে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিল্ট-ইন কোল্যাবোরেশন কিন্তু এই উন্নতিগুলির গতি বাড়াবে। বাজেট প্রস্তাবে পর্যটন ইকোসিস্টেমের জন্য আরও অনেক বুস্টার রয়েছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল, ই-ভিসা সংক্রান্ত নিয়মাবলী সহজতর করা অথবা উড়ান প্রকল্পকে আরও গতি প্রদান করা, আধ্যাত্মিক এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পর্যটনের ক্ষেত্রে ইনসেন্টিভ।'

মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে দারুণ স্বস্তি দিয়েছে বাজেট: অনিল আগরওয়াল (চেয়ারম্যান, বেদান্ত লিমিটেড)

২০২৫-এর বাজেট প্রসঙ্গে বেদান্ত লিমিটেডের চেয়ারম্যান অনিল আগরওয়াল জানান, 'সঠিক জায়গাতেই রয়েছে এই বাজেট। যা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে দারুণ স্বস্তি দিয়েছে। কারণ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কে সম্পূর্ণ রূপে ট্যাক্স-ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে। আর এই ভাগে রয়েছেন বেশিরভাগ মধ্যবিত্তই। শুধু তা-ই নয়, এটা ২৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের জন্য করের বোঝাও উল্লেখ যোগ্য ভাবে কমিয়ে দিয়েছে এটি। কর সংস্কারের চেতনা অর্থনীতির অন্যান্য অংশে আস্থা ও আত্ম-প্রত্যয়নের মূল অংশে দেখা যাবে বলে আশা।

ম্যানুফ্যাকচারিং এবং মাইনিংয়ের ক্ষেত্রে এটি খুব বড় বিকাশ আনতে চলেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, পরবর্তী ৫ বছরে রূপান্তরমূলক সংস্কারের জন্য চিহ্নিত ৬টি ডোমেনের মধ্যে মাইনিং অন্যতম। আর মাইনিংয়ের পাশাপাশি বিশেষ করে ভোজ্য তেলের মতো ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে কৃষিকাজও অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে। মাইনিং, কৃষিকাজ, ম্যানুফ্যাকচারিং (ইলেকট্রনিক্স-সহ) অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়াতে, আমদানি কমাতে এবং ভারতে লক্ষ লক্ষ ভালো চাকরির সংস্থান তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে।'

শনিবার সকালে ভিজল কলকাতা সহ শহরতলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমী ঝঞ্জায় মুখ থুবড়ে পড়ল শীত। শুক্রবারই আবহাওয়া দপ্তর জানিয়ে দিয়েছিল এবার বাংলা ছাড়ার মুখে শীত। এরই মাঝে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন তিলোত্তমাবাসীর ঘুম ভাঙল বৃষ্টি দিয়ে। সকাল থেকেই কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় দেখা মিলল বৃষ্টির। বৃষ্টির জেরে শহরের নানা প্রান্তে যানজটও দেখা যায়। তবে এক বৃষ্টিতে রক্ষা নেই, সকাল থেকেই গোটা রাজ্যে চলছে কুয়াশার দাপটও।

কলকাতা তো বটেই, আশপাশের সব জেলাতে সকাল থেকেই ঘন কুয়াশা দেখা যায়। কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারেরও নিচে নেমে যায়। কিছু জেলায় তো আবার ৫০ মিটারের মধ্যে। তাতেও যান চলাচলে বেগ পেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, তাপমাত্রার গ্রাফ বিগত দু'দিন ধরেই ঊর্ধ্বমুখী। সরস্বতী পুজো পর্যন্ত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গ্রাফ স্বাভাবিকের উপরেই থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। হাওয়া অফিস বলছে, বর্তমানে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১ ও ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। বেলার দিকে বৃষ্টি খুব বেশি না হলেও দিনভরই আকাশ ছিল মেঘলা। মোটের উপর আগামী ২৪ ঘণ্টায় আবহাওয়া একই রকম থাকবে বলে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের।

ধর্মতলার পানশলায় আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের অগ্নিকাণ্ড শহরে। কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার একটি পানশালায় আগুন লাগে। ধোঁয়া বের হতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষজন। কারণ, এলাকায় রয়েছে পরপর দোকান, রেস্তোরাঁ। ফলে আগুন ছড়িয়ে পড়বে এই আশঙ্কায় রাস্তায় নেমে পড়েন ব্যবসায়ীরা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ইঞ্জিন। কলকাতা

পুরনিগমের পাশেই একটি পানশালায় আগুন লাগে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বারের সঙ্গে থাকা রেস্তোরাঁর রান্নাঘর থেকেই আগুন লাগে। আগুনে পুড়ে গিয়েছে পানশালার বেশ কিছুটা অংশ। তবে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। এদিকে দমকল সূত্রে খবর, এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

সম্পাদকীয়

অশক্ত মানুষগুলোর শেষ জীবন ভালো করতে সরকার কি কিছু পদক্ষেপ নেবে?

গত কয়েক বছর ধরে প্রত্যেকটা সংসদ অধিবেশনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একাধিক সাংসদ ন্যূনতম পেনশনের অঙ্ক বাড়ানোর দাবি নিয়মিত জানিয়ে আসা সত্ত্বেও সরকার, শ্রম মন্ত্রক, এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন; সবাই নীরব নির্বিকার উদাসীন। কখনও কখনও দাবির চাপে কৌশল করে এক-আধটা কমিটি গঠিত হয়, এ বিষয়ে সব দিক খতিয়ে দেখে সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করার জন্য। এ সব যে কালক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়, তা এত দিনে পেনশন প্রাপকরা বুঝে ফেলেছেন। অতীতে এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন কমিটি তাদের সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করার পরেও ন্যূনতম পেনশন ২০০০-৩০০০ টাকা হয়নি। এনএসি গত বছরগুলিতে মহারাষ্ট্র-সহ দেশের সর্বত্র এই দাবিতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে আসছে। সংগঠন প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে একাধিক বার সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে দাবিপত্র দিয়ে আসে। তবে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস নিয়ে ফিরে আসার পরেও এখনও অবস্থার পরিবর্তন হল না। এ দিকে এই পেনশন প্রকল্পের অধীনে থাকা যাঁরা আইনি লড়াই করে পুরো বেতনের উপর বর্ধিত পেনশন দাবি করেছিলেন, এ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ রায়কে নানা ভাবে অপব্যাখ্যা করে এক বৃহৎ সংখ্যক যোগ্য প্রাপককে বঞ্চিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠছে ইপিএফও-র বিরুদ্ধে। ন্যায়বিচার চেয়ে ক'জন মানুষ পারেন এই ব্যয়বহুল সময়সাপেক্ষ আইনি লড়াই চালাতে? আর এই সুযোগটাই নিচ্ছে ইপিএফও। যেখানে ক্ষমতা দখলের জন্য নির্বাচনে জেতার লক্ষ্যে দেশের করদাতাদের টাকায় শাসক বিরোধী নির্বিশেষে ঢালাও অনুদান ঘোষণা করে দেশের অর্থনীতিকে বিপন্ন করে তোলেন, সেখানে দেশগঠনের কাজে একদা যোগ দেওয়া বর্তমানে অশক্ত মানুষগুলো যাতে শেষ জীবনে ভাল থাকতে পারেন তা নিশ্চিত করতে আদৌ আগ্রহী কি সরকার? তবুও আগামী বাজেটে সরকারের পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে আশায় দিন গুনছেন দেশের অসংখ্য ইপিএস-৯৫ পেনশনাররা।

শব্দবাণ-১৭৯

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. বিশৃঙ্খল, এলোমেলো ৩. একরকম ছোটোগুল্ম ৬. সরোবর ৭. পাড়ার লোকজন, প্রতিবেশী।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অন্তর্গত ২ .হিমালয়ের কন্যা ৪. যা টানলেই পুণ্য ৫. ডাক্তার।

সমাধান: শব্দবাণ-১৭৮

পাশাপাশি: ১. জওজ ২. খাঁকতি ৫. দ্বৈরথ ৮. লিখন ৯. আখড়া।

উপর-নীচ: ১. জগৎ ৩. তিলেক ৪. সুরম্য ৬. কেঁড়েলি ৭. পাছড়া।

জন্মদিন

আজকের দিন

অপরাজিতা আঢ্য

১৯১৫ *বিশিষ্ট সাংবাদিক খুশবন্ত সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক অনুরাগ বাসুর জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্যর জন্মদিন।*

বিদ্যার দেবী সরস্বতী

এস ডি সুব্রত

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে সরস্বতী হচ্ছেন বিদ্যার দেবী । সরস্বতী সৃষ্টিদেবতা ব্রহ্মার সহধর্মিণী এবং বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী ও মহেশ্বরজায়া পার্বতীর সঙ্গে একযোগে ত্রিদেবী নামে পরিচিতা। সরস্বতী প্রাচীনতম হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদসমূহের প্রসূতি। সরস্বতী শব্দটি 'সার' এবং 'স্ব' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সেই অনুসারে সরস্বতী শব্দের অর্থ যিনি কারো মধ্যে সারজ্ঞান প্রকাশ করেন। আবার সরস্বতী শব্দটি সংস্কৃত 'সুরস বতি' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে জলের আধার। সরস্বতী সাক্ষাৎ দেবী মূর্তি এবং নদী-দুইরূপেই প্রকটিত। ঋগবেদে বর্ণিত করা হয়েছে—

অম্বিতমে নদীতমে সরস্বতী।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি।।

অর্থাৎ অাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ট, নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ট, দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ট হে সরস্বতী, আমরা অসমৃদ্ধের ন্যায় রয়েছি, আমাদের সমৃদ্ধশালী করো।দ সরস্বতী দেবী জ্ঞান, সঙ্গীত, কলা এবং বিদ্যার দেবী।

ঋগ্বেদে বাগ্দেবী ত্রয়ীমূর্তি , ভূ ভুব স্ব, জ্ঞানময়ীরূপে সর্বত্রব্যাপিনী। বিশ্বভুবন প্রকাশ তারই জ্যোতিতে। হৃদয়ে সে আলোকবর্তিকা যখন প্রজ্বলিত হয়, তখন জমাট বাধা অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার যায় দূর হয়ে। অন্তরে, বাইরে সর্বত্র তখন জ্বলতে থাকে জ্ঞানের পুণ্য জ্যোতি। এই জ্যোতিজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, এই জ্যোতিই সরস্বতী।

আলোকময়ী, তাই তিনি সর্বশুক্লা। তিন গুণের মধ্যে তিনি সত্ত্বগুণময়ী, অনন্ত জ্ঞানময় ঈশ্বরের বাক্শক্তির প্রতীক বাগ্দেবী।

সরস্বতী বিধৌত ব্রহ্মাবর্ত ভূমি বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত আশ্রয় করে সাধনা করত আশ্রমবাসী ঋষিগণ। সেই ভাবটি নিয়েই দেবী 'পুস্তক হস্তে', গ্রন্থ রচনার সহায়ক লেখনীটিও তাঁর সঙ্গে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে শ্রীশ্রীচণ্ডী উত্তরলীলায় শুম্ভ নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয়কে বধ করার সময় দেবীর যে মূর্তির কল্পনা করা হয়েছিল তা ছিল মহাসরস্বতী।

স্কন্দ পুরাণে প্রভাসখণ্ডে দেবী সরস্বতীর নদীরূপে অবতরণের কাহিনী বর্ণিত আছে। বায়ু পুরাণ অনুযায়ী কল্পান্তে সমুদয় জগৎ রুদ্র কর্তৃক সংহৃত পুনর্বার প্রজাসৃষ্টির জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজ অন্তর থেকেই দেবী সরস্বতীকে সৃষ্টি করেন। সরস্বতীকে আশ্রয় করেই ব্রহ্মার প্রজাসৃষ্টি সূচনা। গরুড় পুরাণে সরস্বতী শক্তি অষ্টবিধা। শ্রদ্ধা, ঋদ্ধি, কলা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রভা ও স্মৃতি। তন্ত্রে এই অষ্টশক্তি যথাক্রমে যোগ, সত্য, বিমল, জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও প্রজ্ঞা। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সাধারণত ময়ূরবাহনা চতুর্ভূজা সরস্বতী পূজিত হন। ইনি অক্ষমালা, কমণ্ডলু, বীণা ও বেদপুস্তকধারিণী। বাংলা তথা পূর্বভারতে সরস্বতী দ্বিভূজা ও রাজহংসের পৃষ্ঠে আসীনা। রাজহংস কেন সরস্বতীর বাহন? কেননা জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্রই হাঁসের সমান গতি, যেমন জ্ঞানময় পরমাত্মা সর্বব্যাপী , স্থলে, অনলে, অনিলে সর্বত্র তাঁর সমান প্রকাশ। সরস্বতী দেবী হিন্দুদের দেবী হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈনদের কাছেও পুজো পেয়েছেন। গান্ধারে পাওয়া বীণাবাদিনী সরস্বতীর মূর্তি থেকে বা সারনাথে সংরক্ষিত মূর্তিতে এর প্রমাণ মেলে। অনেক বৌদ্ধ উপাসনালয়ে পাথরের ছোট ছোটো মূর্তি আছে তাতে সরস্বতী বীণা বাজাচ্ছেন, অবিকল সরস্বতীমূর্তি। মথুরায় জৈনদের প্রাচীন কীর্তির আবিষ্কৃত নিদর্শনে সরস্বতীর যে মূর্তি পাওয়া গেছে সেখানে দেবী জানু উঁচু করে একটি চৌকো পীঠের উপর বসে আছেন, এক হাতে বই। শ্বেতাম্বরদের মধ্যে সরস্বতী পুজোর অনুমোদন ছিল। জৈনদের চব্বিশজন শাসনদেবীর মধ্যে সরস্বতী একজন এবং ষোলজন বিদ্যাদেবীর মধ্যে অন্যতমা হলেন সরস্বতী। ঋগ্বেদের যুগে গঙ্গা যমুনা ছিল অপ্রধান নদী, সরস্বতী নদীই ছিল সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। এর তীরে ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থভূমি। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যস্থান দেবনির্মিত স্থান হিসেবে বিবেচ্য হত। ব্রাহ্মণ ও মহাভারতে উল্লেখিত সারস্বত যজ্ঞ এই নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হত। মহাভারত রচনা হওয়ার আগেই রাজপুতানার মরুভূমিতে সরস্বতী নদী অদৃশ্য হয়ে গেলেও কয়েকটি স্রোতধারা অবশিষ্ট ছিল। এই স্রোতধারা হল চমসোদ্ভেদ, শিবোদ্ভেদ ও নাগোদ্ভেদ। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে, বৈদিক সরস্বতীর লুপ্তাবশেষ আজও কচ্ছ ও দ্বারকার কাছে সমুদ্রের খাড়িতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। সরস্বতী নদীর বিনাশ ঘটেছিল অবশ্যই বৈদিক যুগের শেষভাগে, একমতে খ্রিস্টের দেড় হাজার বছরেরও আগে। মহাভারতে আছে যে নিষাদদের চোখের আড়ালে থাকার জন্য বিনাশণ নামক স্থানে মরুভূমিতে অদৃশ্য হয়েছে। নদীর স্থানীয় নামই এই ঐতিহ্য বহন করছে। আবার অনেকে বলেন, সিন্ধুনদই সরস্বতী। সরস্বতী ও সিন্ধু দুটি শব্দের অর্থই নদী। সরস্বতী বৈদিক দেবী হলেও সরস্বতী পূজার বর্তমান রূপটি আধুনিককালে প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীনকালে তান্ত্রিক সাধকরা সরস্বতীসদৃশা দেবী বাগেশ্বরীর পূজা করতেন বলে জানা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠশালায় প্রতি মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ধোয়া চৌকির ওপর তালপাতার দোয়াত-কলম রেখে পূজা করার প্রথা ছিল। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ছাত্ররা বাড়িতে বাংলা বা সংস্কৃত গ্রন্থ, শ্লেট, দোয়াত ও কলমে সরস্বতী পূজা করত। আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজার প্রচলন হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে, শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালেই সরস্বতী পূজা সম্পন্ন করা হয় সাধারণ পূজার আচারাদি মেনে। তবে এই পূজায় কয়েকটি বিশেষ উপাচার বা সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, যেমন অভ্র-আবির, আমের মুকুল, দোয়াত-কলম ও যবের শিষ, বাসন্তী রঙের গাঁদা ফুল। লোকাচার অনুসারে ছাত্রছাত্রীরা পূজার আগে কুল ভক্ষণ করে না। পূজার দিন লেখাপড়া নিষেধ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশ থেকে দেবী সরস্বতী উদ্ভূতা হয়েছিলেন। চৈতন্য ভাগবত (আদিলীলা ২/৯-১৪) তে বর্ণনা করা হয়েছে—

পূর্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিও শক্তি নাই কিছুই দেখিতে।।
তবে যবে সর্ববারে লইলা শরণ,
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন।
তবে কৃষ্ণ কৃপায় স্ফুরিত সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব অবতার স্থিতি।।

এক সময় শ্রীব্রহ্মা সৃষ্টিকার্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। শান্তভাবে ধ্যানস্থ আছেন। কী করবেন, কী করা উচিত চিন্তা করছেন। এমন সময় তাঁর শরীর এক দেবী মূর্তির আবির্ভাব হলেন । তিনি সরস্বতী ।

হাতেখড়ির দেবী

সুপ্রিয় দেবরায়

বইয়ের কিংবা খাতার ভাঁজে একটি মুখবন্ধ খাম। খাম বন্ধ আর খোলার মধ্যে, কত লুকনো কথা, সুগন্ধি ফুল। সেই চিঠি আবার জমিয়ে রাখা। কোনও নির্জন দুপুরে ছাদের কোনায় বসে সেই চিঠি পড়া। সারাদিন ধরে একটু একটু করে একটি কিংবা দু'টি লাইনকে বারবার দেখা। হয়তো এনে দিয়েছে কারও জীবনে প্রথম প্রেম। হয়তো প্রথম মনে হয়েছে তার; বড় হয়ে গিয়েছি। মোবাইল, ইন্টারনেট-বিহীন সেদিন আর এদিন অনেক আলাদা। তখন একটি চিঠি, একটি এসএমএস বা হোয়াটস অ্যাপ মেসেজের চেয়ে ছিল অনেক প্রাণবন্ত, অনেক হৃদয়গ্রাহী। অবশ্যই আমাদের অনুভূতির সঙ্গে এখনকার প্রজন্মের চিন্তাধারা এক সরলরেখায় মিলবে না। আমাদের সময় 'ভ্যালেন্টাইন্ 'স ডে' বা 'প্রেমদিবস' কী জানতাম না। ওইসময় সরস্বতী পুজোর দিনটিকেই আমরা প্রেম জানানোর বা প্রেম করার ছাড়পত্র দিন হিসেবে জানতাম। সোজা কথায়, আমাদের মত কড়া বয়েজ স্কুলের ছেলেদের কাছে মেয়েরা ছিল ভয়ানক এক দূরবর্তী দ্বীপ। বিশাল উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা মেয়েদের স্কুলটির লোহার গেটের সামনে গোঁফ পাকানো দারোয়ানকাকু অল্প বয়সী ছেলে দেখলেই মোটা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসত। সেই স্কুলের গেট খুলত সরস্বতী পুজোর দিন।

আর সেই স্কুলের এইট-নাইনের মেয়ে পড়ুয়াদের কাছে, সরস্বতী পুজো মানে শাড়ি পরে একদিনের জন্য বড় দিদিদের সমকক্ষ হবার অনুমতিপত্র অর্থাৎ লাইসেন্স। বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা, স্কুলে স্কুলে ঘুরে আড়চোখে ছেলে দেখা, তিরতির করে কেঁপে ওঠা দুই ঠোঁটের মাঝে লাজুক হাসি, ভীরু প্রেম; যার স্থায়িত্ব হয়তো ওই একদিনই। কিন্তু সত্যিই কি তাই! সরস্বতী পুজোর দিনটা এলেই আজও মানসচোখে দেখতে পাই সবুজ পাড় দেওয়া হলুদ শাড়ি পরনে সেই মেয়েটিকে, টেপ ফ্রকের ওপরে সাদা ব্লাউজ, হয়তো মায়েরই হবে; সেপটিপিন দিয়ে টাঁকা চারদিকে, উঁচু করে পড়া সাদা শায়া, খালি পায়ে দৌড়চ্ছে এদিক-ওদিক। উঁচু ক্লাসের দিদিরা ব্যস্ত বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পুজোর জোগাড়ে, আর সে ব্যস্ত আরও অনেকের সাথে আঠা আর রঙিন কাগজ দিয়ে শিকল বানাতে কিংবা কখনও ফুল দিয়ে মন্দির সাজাতে। বীণা হাতে হাঁসকে বাহন করে যিনি বিরাজমান থাকেন আজও হলুদ শাড়ি বা হলুদ পাঞ্জাবি পরা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে, সেই মেয়েটি আজও তাকে খুঁজে পায় অজস্র ছাত্রীদের মাঝে। বয়সটা তার বেড়ে গেছে, কিন্তু সরস্বতী আজও ইয়ং। যে কোনও কিশোরের হার্ট থ্রব। তার প্রমাণ তো আমরা পেয়েছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্ধেক জীবন' উপন্যাসটিতেই।

আমার শৈশব-কৈশোর যে মফস্ সল শহরে কেটেছে, সেখানে থাকত বুবু'দি। হাফ-প্যান্ট বয়স থেকে সে আমার খেলার সাথী। লুডো, বাগাডুলি ব্যতিত কানামাছি, কিতকিত, ডাংগুলি খেলাতেও। একদিন শীতের দুপুরে সে দেয় আমার হাতে একটি মুখবন্ধ খাম, ভিতরে একটি ভাঁজ-করা কাগজ। বলে, বিকেলে ক্রিকেট খেলার মাঠে কল্লোল'দার হাতে দিয়ে দিতে। বারংবার সাবধান করে দেয়, কল্লোল'দার হাতে। আর কারুর হাতে নয়। বলেছিল, পর-দিন দুপুরে স্কুল শেষে কতবেল মাখা খাওয়াবে। সেদিন কল্লোল'দা আসেনি খেলতে। কলেজ থেকে তখনও ফেরেনি। মুখবন্ধ খামটা ধরিয়ে দিলাম কল্লোল'দার ভাইয়ের হাতে। পরেরদিন দুপুর কেন, কোনও দুপুরেই বুবু'দি আর দেখা করে না আমার সাথে। ভাগিয়ে দেয় ওর বাড়ি থেকে। পরে জানতে পারি, কল্লোল'দার ভাইয়ের থেকে , চিঠিটা চলে যায় তার মায়ের হাতে আর তার মা সেটি গিয়ে বুবু'দির মায়ের হাতে ধরিয়ে দু'কথা শুনিয়ে আসেন। এবার আমি কী করি ! বুবু'দি ছাড়া পৃথিবী যে আমার কাছে বর্ণহীন, গন্ধহীন, নিঃশব্দে ভরা একটি জগৎ। বুবু'দির কাছে আমি সাঁতার শিখেছি। গাছে চড়ে জামরুল-পেয়ারা পাড়তে শিখেছি। কালবোশেখির ঝড়ে কুঁড়িয়ে আনা আমের গুটিতে নুন লাগিয়ে খেতে শিখেছি। সহায় ছিলেন সরস্বতী দেবী, সমস্যার সমাধান করে দিলেন উনি। পাড়ার পুজোতে অঞ্জলি দেওয়ার ফাঁকে নজরে পড়ল কল্লোল'দা আর বুবু'দির মধ্যে চোখের ইশারা, দুজনের ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকা আলতো হাসি। আর বুবু'দির পরনে পাটভাঙা সবুজ পাড় দেওয়া হলুদ শাড়ির খসখসানিতে আমি ভুলেই গেলাম ঠাকুরমশাইয়ের সাথে অঞ্জলির মন্ত্র আওড়াতে। পুজো-শেষে কল্লোল'দার মধ্যস্থতায় বুবু'দির সাথে আবার ভাব হয়ে গেল। অনেক কৌতূহল থাকা সত্বেও সেইসময় জানতে পারিনি, কী ছিল লেখা সেই ভাঁজ-করা কাগজে। যখন আমি কলেজে পড়ি, খবর পেলাম কল্লোল'দা আর বুবু'দির বিয়ে হয়ে গেছে। শুধু শ্লেট-পেন্সিলের হাতেখড়ি নয়, তিনি যে প্রেমের এবং জীবন শুরুর হাতেখড়ির দেবীও।

ছোটবেলায় সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেতাম না। বাড়ির অবিভাবকরা বলতেন, পুজোর আগে নাকি কুল খেতে নেই। মা সরস্বতী একবার একটা কুলের বীজ পুঁতে ব্যাসদেবকে বলেছিলেন, এই বীজ বড় হয়ে, গাছ হয়ে, ফল হলে, সেই ফল ব্যাসদেবের মাথায় পড়লে, তবেই তাঁর তপস্যা পূর্ণ হবে। সেই তপস্যা শেষ হয়েছিল শ্রীপঞ্চমীর দিন। অনেকে বলত, কুল যদি নিতান্তই ভুল করে খেয়ে ফেলা হয়, তবে দেবী সরস্বতীর কাছে ক্ষমা চেয়ে একখানা বীজ খেয়ে নিতে হবে। দেবী সরস্বতী ক্ষমা না করলেই পেট থেকে গাছ গজাবে। জানি না, এটা কতদূর সত্যি। তবে একটু বড় হওয়ার পরেই জানতে পারলাম, এই নিয়ম প্রযোজ্য নারকেল কুলের ক্ষেত্রে। ছোট ছোট বুনো কুল নাকি খাওয়া যায়। তবে সন্তর্পণে কুল এড়িয়ে দেবীর আগমনের প্রতীক্ষা করতাম। সেইসময় জানুয়ারি মাস থেকে নতুন ক্লাস শুরু হত, তাই সরস্বতী পুজো পর্যন্ত সেরকম পড়ার চাপ থাকত না। তাও তাঁর পায়ে সব বইগুলো দিয়ে বলতাম, 'বিদ্যা দাও মা। পরীক্ষায় আগেরবারের চেয়ে আরও বেশি মার্কস পাইয়ে দিও।' স্কুলবেলায় সেই অর্থে সরস্বতী দেবীকে সম্ভ্রম করতাম, আবার ভয়ও পেতাম। আর এখন! আমার স্কুল নেই, কলেজ নেই, পরীক্ষা নেই। ফেল করার ভয় নেই। তাই আমার কোনও বই দেবীর চরণে থাকে না। উপোস করি না, অঞ্জলি দেই না, নির্ভয়ে কুল খেয়ে ফেলি। যেন এরকম একটা ভাব, সব জ্ঞান তো আহরণ করে ফেলেছি, আর কীসের প্রয়োজন দেবীর বন্দনা! আমার জায়গার দখল নিয়েছে সন্তান-সন্ততিরা, এরপর নেবে নাতি-নাতনিরা। তবে লক্ষ্য করেছি বাড়িতে-বাড়িতে, পাড়ায়-পাড়ায়, স্কুলে-স্কুলে সরস্বতী পুজো হলেও; তাদের সবাই নয়, তবে অনেকের কাছে হয়তো এই দিনটি এখন উৎসব, তাই উপাচারে ব্রাত্য। তাই তারা পুজোর আগেই কুল ফেয়ে ফেলে, উপোসও হয়তো করে না কিংবা অঞ্জলিও হয়তো দেয় না। সেদিন আমার এক পরিচিতা, হয়তো মজা করেই, একটি মজার কাহিনি শোনাল। তার ছেলের কোনদিন কী পরীক্ষা, সেটা সে তার প্রণামের ঢং অর্থাৎ ধরন দেখেই বুঝতে পারে। পরীক্ষার দিন যেদিন সে দরজা থেকে 'মা আসছি' বলে চলে যায়, সেদিন তার ইতিহাস অথবা ভূগোল পরীক্ষা থাকে বোঝা যায়। আর যেদিন সে একটু নুয়ে হাঁটু ছুঁতে চেষ্টা করে, সেদিন থাকে ইংরেজি পরীক্ষা। আর পুরো সাষ্টাঙ্গে পায়ের পাতা ছুঁয়ে প্রণাম করা মানেই, সে নিশ্চিত তার ছেলের আজ অঙ্ক পরীক্ষা। দেবীর চরণে ফুল তখনই চড়াই, যখন তার প্রয়োজন অনুভব করি।

সরস্বতী দেবী সাধারণত দ্বিভুজা বা চতুর্ভুজা মূর্তিতে পূজিতা হন। দ্বিভুজা মূর্তিতে তাঁর হাতে থাকে বীণা ও পুস্তক অথবা কলম ও পুস্তক। চতুর্ভুজা মূর্তিতে থাকে পুস্তক, অক্ষমালা, সুধাকলস ও বীণা আর দুটি শ্বেতপদ্ম। আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পুজোর প্রচলন হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। বিদ্যার দেবী রূপে তখন থেকে তিনি সর্বজনীন।

সরস্বতী দেবীর আশীর্বাদ পেয়ে, মহামূর্খ থেকে মহাকবি হয়ে উঠেছিলেন কালিদাস। যে ডালে বসেছিলেন, সেই ডাল কাটতে উদ্যত কালিদাস পরবর্তী জীবনে দেবীর বর পেয়ে লিখেছিলেন 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'।

ছোটবেলায় সরস্বতী ঠাকুরের সামনে বসেই পুরোহিত মশাই শ্লেট, পেন্সিল দিয়ে করিয়েছিলেন জীবন শুরুর হাতেখড়ি। যে দেবী মহামূর্খকে মহাকবি করতে পারেন, জীবনবোধ জাগ্রত করতে পারেন; এই মুহূর্তে এই দেশে সরস্বতী বন্দনা খুব জরুরী। প্রকৃত শিক্ষা, জীবনবোধের যে বড্ড অভাব! তাই সরস্বতী বন্দনা আজ শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে, মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে সকালে স্নান করে সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করে যেন বলি; মনের বিদ্যাহীনতার সব অন্ধকার, সব জড়তা দূর হোক, জ্ঞানের আলোয় ভরে উঠুক আমার মন।

আনন্দকথা

প্রণাম করিয়া বসিলে ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, তাকের উপরে খাবার নিতে গিছিলাম, খাবারে হাত দিয়েছি, এমন সময় টিকটিকি পড়েছে, আর অমনি ছেড়ে দিইছি। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ গো, ও-সব মানতে হয়। এই দেখ না রাখালের অসুখ, আমারে হাত-পা কামড়াচ্ছে। হল কি জানো? আমি সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় রাখাল আসছে মনে করে অমুকের মুখ দেখে ফেলেছি।! (সকলের হাস্য) হাঁ গো, লক্ষণ দেখতে হয়। সেদিন নরেন্দ্র এক কানা ছেলে এনেছিল, তার বন্ধু, চক্ষুটা সব কানা নয়; যা হোক, আমি ভাবলুম এ-আবার কি ঘটালে!

''আর একজন আসে, আমি তার জিনিস খেতে পারি না। সে আফিসে কর্ম করে, তার ২০ টাকা মাহিনা। আর ২০ টাকা কি মিথ্যা (bill) লিখিয়ে পায়। মিথ্যাকথা কয় বলে সে এলে বড় কথা কই না। হয়তো দু-চারদিন আফিসে গেল না, এইখানে পড়ে রইল। কি জানো, মতলব যে, যদি কারুকে বলে কয়ে দেয় তাহলে অন্য জায়গায় কর্ম কাজ হয়।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বনগাঁয় বাবার হাতে ছেলে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁয় বাবার হাতে ছেলে খুন! উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লি পার্কিং এলাকার বাসিন্দা অমল বিশ্বাস শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে তাঁর ছেলে আশিস বিশ্বাসের (৩০ বছর) গণ্ডগোলের ফলে ছেলের মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে পরবর্তীতে মা দিপালী বিশ্বাস ঘটনাস্থলে এসে ছেলের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। পরে তাঁকে ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মা দিপালী বিশ্বাসের দাবি, বাবা অমল বিশ্বাস মানসিক ভারসাম্যহীন এবং বাবা ও ছেলে দু'জনেই নেশা করত। মাঝেমধ্যেই দু'জনের ঝামেলা হত। শুক্রবার সন্ধ্যায় ছেলেকে ঘরে রেখে মা অন্য জায়গায় গিয়েছিল। বাড়িতে ফিরে দেখে ঘরে ছেলের রক্তাক্ত দেহ পরে রয়েছে। স্থানীয় মানুষের দাবি, এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মদ গাঁজা হিরোইন বিক্রি হয় এই কারণে এই এলাকার ঝামেলা লেগেই থাকে। একাধিকবার প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি। তাদের দাবি, অবিলম্বে এই এলাকায় এই সমস্ত নেশাজাতীয় দ্রব্য বিক্রি বন্ধ হোক। বনগাঁ পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চিরঞ্জিত বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'আমরাও একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়ে এই এলাকা থেকে নেশাজাতীয় দ্রব্য বিক্রি বন্ধ করতে পারিনি। আমরা চাই সাধারণ মানুষের দাবিমতো এই এলাকায় নেশার দ্রব্য বিক্রি বন্ধ হোক।' প্রশাসনের গাফিলতি আছে বলেও তিনি দাবি করেছেন।

গলার নলি কেটে খুনের অভিযোগ, বধূর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হুগলিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গলার নলি কেটে খুন! গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য হুগলির জাঙ্গিপাড়া থানার ফুরফুরা ফুলবাগান এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ আফসানা বেগম (৩৬) নামে ওই মহিলাকে নিজের ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় পরে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দা। গলা নলি কাটা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, কেউ বা কারা ঘরের মধ্যেই খুন করেছে ওই মহিলাকে। কিন্তু, খুনের নেপথ্য কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

স্থানীয় বাসিন্দারাই খবর দেন জাঙ্গিপাড়া থানায়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে আসে জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই কোন অস্ত্র দিয়ে মারা হয়েছে, খুনের সময়, ধস্তাধস্তির চিহ্ন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিষ্কার হবে বলে মনে করেছেন তদন্তকারীরা। অন্য কোনওভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে কিনা তাও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে পরিষ্কার হবে বলে মনে করছে পুলিশ।

পুলিশ ইতিমধ্যেই পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। ঘটনার নেপথ্যে কোনও পারিবারিক কোন্দলের ঘটনা আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতের দিদি রুকসোনা বেগম বলছেন, তাঁর বোন বাড়িতে একাই থাকত। স্বামী থাকত দূরে। মাঝে মাঝে বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ওই ব্যক্তির আবার একাধিক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। তাই পারিবারিক কোনও জটিলতা থেকে এই খুন কিনা সে বিষয়েও তদন্তে বিশেষ জোর দিচ্ছে পুলিশ।

পড়াশোনা, খেলাধুলোর সঙ্গে বড় মন, বড় মাপের মানুষ হতে হবে : খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের ৪৪তম জেলা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪-২৫ অনুষ্ঠিত হল। জেলা সদর বারাসতের সুভাষ ময়দানে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ উজ্জ্বলনের মধ্যে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, এই জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দেবব্রত সরকার। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, কাজি আবদুল রহিম, বীণা মন্ডল, দেবেশ মন্ডল, নির্মল ঘোষ সহ অন্যান্যরা। দেবব্রত সরকার বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নির্দেশে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজ্যে ৪০তম হলেও যেহেতু এই জেলা সবথেকে প্রথম স্কুল ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল তাই আমাদের প্রতিযোগিতা ৪৪তম। আমরা চাই এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়েই ছোট ছোট শিশুরা আগামীতে রাজ্য তথা দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে।'

খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী স্কুলের শিশুদের খেলাধুলার প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন। খেলাধুলোর মানুন্নয়নের জন্যও লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। খুদে পড়ুয়াদের উদ্দেশে বলেন, পড়াশোনা, খেলাধুলার পাশাপাশি বড় মনের ও বড় মাপের মানুষ হয়ে বাংলার মান, কৃষ্টি, সংস্কৃতি তুলে ধরতে হবে বলে জানান খাদ্যমন্ত্রী।

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড

CIN: L27106WB1996PLC076866

রেজিস্টার্ড অফিস: মৌজা- চামরাইল, এনএইচ ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১৪

ই-মেল: info@aanchalispat.com, টেলি:০৩২১২-২৪৬১২১, **ওয়েবসাইট:** www.aanchalispat.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত টাকায় অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	অনুরূপ ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪
	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৩,৩৮৩.৯৬	১১,৬৬৬.৩৮	৮৩৫.৫৮	১০,৯৩৯.০৫
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর , ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পূর্ববর্তী	(২১.৪৪)	(৩৫.৬৯)	(২০৪.৬৫)	(৭৫৪.২১)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	(২১.৪৪)	(৩৫.৬৯)	(২০৪.৬৫)	(৭৫৪.২১)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(২১.৪৪)	(৩৫.৬৯)	(২০৪.৬৫)	(৬২৪.৮১)
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী) পর পরবর্তী	(২১.৪৪)	(৩৫.৬৯)	(২০৪.৬৫)	(৬২৫.৩০)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,০৮৫.৩৮	২,০৮৫.৩৮	২,০৮৫.৩৮	২,০৮৫.৩৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পূর্ব বর্ষে ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)				
মৌলিক : (টাকায়)	(০.১০)	(০.১৭)	(০.৯৮)	(৩.০০)
মিশ্রিত : (টাকায়)	(০.১০)	(০.১৭)	(০.৯৮)	(৩.০০)

দ্রষ্টব্য :

১ উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **http://www.aanchalispat.com/financial.html#financials** -তে পাওয়া যাবে এবং নিচে কুইক রেসপন্স কোড স্ক্যান করে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে :

স্থান : কলকাতা

তারিখ: ৩১.০১.২০২৫

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড -এর পক্ষে

সমতট নাট্যমেলার রজত জয়ন্তী

সমতট সংস্কৃতির নতুন নাটক হুমায়ুন আহমেদের অসময়। নির্দেশক বাসুদেব হুই ও অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়ার গণভবনে সম্প্রতি শেষ হল ১১ দিনের সমতট নাট্যমেলা। পঁচিশ বছর আগে বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, আশোক মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, দেবাশিস মজুমদারের উদ্যোগে, সমতট সংস্কৃতি দুঃস্থ ও অসুস্থ নাট্যকর্মীদের সাহায্যার্থে বঙ্গ নাট্য সংহতির কল্যাণ তহবিল নির্মাণের জন্য শুরু করে এই নাট্যমেলা। সেই থেকেই বছরের শেষে শীতকালে প্রিয় শিল্পীদের অভিনীত নাটক দেখতে উত্তরপাড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ ভিড় করেন সমতট নাট্যমেলায়। এবছরেও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যদলগুলি মধ্যে অংশগ্রহণ করেছে চার্বাক, চেতনা, সায়ক, প্রাচ্য, পঞ্চম বৈদিক, নৈহাটি নাট্য সমন্বয়, নয়ে নাটুয়া, অনীক, যাদবপুর রম্যানী, কল্পায়ু। দর্শক সমাগমে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিল ফেরারি ফৌজ, মহাত্মা বনাম গান্ধি, খেলাঘর, চরণে সেবা লাগে, মনে জঙ্গলের মতো নাটক। প্রতিবছরের মতই ছিল সমতট সংস্কৃতির নতুন নাটক, স্বপ্নময় ও অসময়। এবছরের নাট্যমেলায় সমতটের নাটক ও অনীক নাটক আক্ষরিক দর্শকদের মুগ্ধ করে।

সমতট নাট্যমেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত বসু, অশোক মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন ও মেঘনাদ ভট্টাচার্য। বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রী সমন্বয়ে সমতট নাট্যমেলায় দর্শক সমাগম ছিল চোখে পরার মতো। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বঙ্গ নাট্য সংহতির সম্পাদক পরিচালক প্রকাশ ভট্টাচার্যের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা দুঃস্থ ও অসুস্থ নাট্যকর্মীদের জন্য তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভা পরিচালিত মহামায়া হাসপাতালের ক্যান্সার চিকিৎসার উদ্যোগে পঁচিশ হাজার টাকা দানের ঘোষণা করেন সমতট কর্তৃপক্ষ।

নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুবরাজপুর: সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একলব্য দুবরাজপুর আয়োজিত একাদশ বর্ষ মঞ্চ নাট্য উৎসব। দুবরাজপুর নেপাল মজুমদার ভবনে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা ৬ টা থেকে এই উৎসবে থেকেছে বিভিন্ন জেলার ও কলকাতার এই সময়ের সাড়া জাগানো নাটক গুলি। প্রখ্যাত নাট্যকার চন্দন সেন উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক দুলাল চক্রবর্তী, অভিনেতা সঞ্জীব সরকার, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সৈকত ঘোষ প্রমুখ।

পাঁচদিনের নাট্যউৎসবে তিনটি পূর্ণাঙ্গ ,ছয়টি একাংক ও একটি শ্রুতি নাটক মঞ্চস্থ হয়। উৎসবের দ্বিতীয়দিন আয়োজক সংস্থা একলব্য পরিবেশন করেন মঞ্চ সফল পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা বুনোহাঁস। ওইদিন উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী নন্দিতা রায় চৌধুরী এবং সুরকার ও গীতিকার মুরারি রায় চৌধুরী।

এছাড়াও অন্যান্য নাটকগুলি হল কাঁচরাপাড়া ফিনিক প্রযোজিত বিলাসী বেদনা নয়, বিভাব কলকাতার দিনান্তে, খড়দহ আহিরির শিকড়, রাধানগর দর্পণ দমদমের চক্ষুদান, চন্দননগর রঙ্গপীঠের কলকাতার বনলতা সেন, সরট কালিকাপুরের অ-রূপ কথা এবং ইলোরার শ্রুতি নাটক কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়। এছাড়াও শেষ পূর্ণাঙ্গ নাটক বর্ধমান প্রয়াসের অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সওদাগরের নৌকো। সংস্থার পক্ষে সম্পাদক বাপি কুন্ডু জানান, 'আমরা বছরে দু'টি উৎসব করি। একটি মঞ্চে ও একটি অঙ্গনে। মানুষের অনুদানকে পাথেয় করে আমাদের এই আয়োজন। স্বতস্ফূর্ত ভাবে মানুষের সাড়া ও সহযোগিতায় আমরা আপ্লুত। এবং প্রতিদিনের নাটক শেষে দর্শকদের মনের প্রশান্তি আমাদের প্রচেষ্টার ক্লান্তি মেটায়। সকল নাট্যপ্রেমী মানুষের প্রশ্রয়ে আগামীতে আবারও একলব্য এই আয়োজনের ধারা বয়ে নিয়ে যাবে।'

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনে বার্তা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: যানজট সমস্যার সমাধানের নিদান দিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। বারাসত পুলিশ জেলার মধ্যমগ্রাম ট্র্যাফিক গার্ডের উদ্যোগে পথনিরাপত্তা সপ্তাহের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, দোলতলা থেকে মধ্যমগ্রাম পরবর্তীতে ডাকবাংলো মোড়ে প্রতিদিন যানজট হচ্ছে। এর সমাধানের জন্য পুলিষকে যেমন ব্যবস্থা নিতে হবে তেমনি সাধারণ মানুষকেও নিয়ম মানতে হবে। রাস্তা পারাপারের জন্য সাবওয়ে ব্যবহার করতে হবে। যারা সকালে টোটো চালাচ্ছেন তাঁরা বিকেলে চালাবেন না। এভাবে ওলটারনেটিভ করে চালালে যানজট যেমন কমবে তেমনি পথ দুর্ঘটনার প্রবণতা আরও কমবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার পতিক্ষা ঝারখরিয়া, এএসপি স্পর্শ নীলাঙ্গী, ট্রাফিকের ডিএসপি নিহার রঞ্জন রায়, ওসি ট্র্যাফিক দেবব্রত গিরি সহ অন্যান্যরা। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের অনুষ্ঠানে বিনামূল্যে চোখ, রক্ত, হাড়ের ঘনত্ব সহ শরীরের নানান পরীক্ষা করানো হয়। হেলমেটবিহীন বাইক চালকদের নতুন হেলমেট দেওয়া হয়। যাতে আগামী দিনে ট্র্যাফিক আইন মেনে বাইক চালাতে পারে।

ভালুকা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

রেজি. নং- ১৭, তাং- ২৫/০৪/১৯৫৭

সাং ও পোঃ- ভালুকা, জেলা-নদীয়া

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ভালুকা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য/সদস্যাগণকে জানানো যাচ্ছে যে A.D.F এবং R.O.CO oparative Election commission Nadia এর আদেশ নং 1008 তাং 26/11/2024 অনুযায়ী আগামী 25/02/2025 **তারিখ মঙ্গলবার বেলা 11:00 টায়** সমিতির কার্যালয়ে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় 9জন (৬ জন সাধারণ, ২ জন মহিলা, ১ জন তপশিলী জাতি/উপজাতি) পরিচালক (ডিরেক্টর) এর নির্বাচন সহ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মাবলী এবং বিস্তারিত নির্বাচনী নির্ঘন্ট সমিতির কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডে বিজ্ঞাপিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত সকল সদস্য/সদস্যাগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিঃদ্রঃ - বিশেষ কারণে সময়সূচী পরিবর্তন হতে পারে।

স্বা/- অমিত মজুমদার

সহ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক আধিকারিক

ভালুকা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলীর জেলা ডেলিগেট সদর আদালত,

২০২৪ সালের ৫১ নং এক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

রমা পাইন দীং.....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে :-

জেলা হুগলীর থানা ধনিয়াখালির অন্তর্গত ভাণ্ডারহাটী নিবাসী অধুনামৃত **সুনীল কুমার দত্ত ওঃ সুনীল দত্ত** পিতা মৃত উপেন্দ্র নাথ দত্ত, মহাশয় গত ইংরাজীর ১১.১১.১৫ তারিখে পরলোকগমন করায় তাহার ত্যক্ত উইল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি প্রবেট লইবার নিমিত্ত অত্র দরখাস্তকারীগণ হজুরাদালতের নিকট অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে, তিনি স্বয়ং অথবা তাঁর পক্ষে কোন উকিল বাবুর দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমার একতরফা শুনানী হইয়া দরখাস্তকারীগণের অনুকূলে প্রবেট সার্টিফিকেট মঞ্জুর হইবে।

।। তপশীল সম্পত্তির পরিচয় ।।

জেলা হুগলী থানা ও এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব- রেজিস্ট্রী ধনিয়াখালি অফিসের এলাকাধীন ভান্ডারহাটী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত **মৌজা ভান্ডারহাটী** গ্রামে, জে.এল. নং- ৮০, হুগলী জেলা কালেকটারের পক্ষে বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. ধনিয়াখালি হাল-৮৯, ১৩৭০ ১৪৭৫ ও ১৪৮৫ নং এল.আর. খতিয়ান ভুক্ত রায়ত দখলী স্বত্ত্বীয় নিম্ন লিখিত দাগের অংশের জমির বিবরণ : -

	আর.এস. দাগ	এল.আর. দাগ	এল.আর. খতিয়ান	জমির শ্রেণী	অংশ
১।	৮০২	১২৯৩	৮৯	পুকুর	৫.৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৩৭০	ঐ	৫.৫০ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৭৫	ঐ	৫.৫০ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৮৫	ঐ	৫.৭৫ শতক
২।	১৭২	২০৬	৪৬	বাগান	০.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	৮৯	ঐ	০.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	৪৭৮	ঐ	০.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	৬০৫/১	ঐ	০.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১১৪৬	বাগান	০.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৩৭০	বাগান	০.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৭৫	ঐ	.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৮৫	ঐ	.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৮৫৭	ঐ	০.৩৫৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৮৫৮	ঐ	০.৩৫৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৮৫৯	ঐ	০.৩৫৫ শতক
৩।	৭৯৪	১২৮৫	৮৯	ভিটা	০.৩৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৩৭০	ভিটা	০.৩৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৭৫	ভিটা	০.৩৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৮৫	ভিটা	০.৩৭৫ শতক
৪।	৭৯২	১২৮৭	৮৯	বাস্তু	০.৩১২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৩৭০	ঐ	০.৩১২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৭৫	ঐ	০.৩১২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৮৫	ঐ	০.৩১২৫ শতক
৫।	৭৯৩	১২৮৬	৮৯	বাস্তু	০.৩১২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৩৭০	ঐ	০.৩১২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৭৫	ঐ	০.৩১২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৮৫	ঐ	০.৩১২৫ শতক

উক্ত ভান্ডারহাটী মৌজায় মোট সম্পত্তির পরিমান ২৮.০৬৫ শতক।

জেলা হুগলী থানা ও এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব- রেজিস্ট্রী ধনিয়াখালি অফিসের এলাকাধীন ভান্ডারহাটী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত **মৌজা পশ্চিম কেশবপুর** গ্রামে, জে.এল. নং ৮২, হুগলী জেলা কালেকটারের পক্ষে বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. ধনিয়াখালি হাল-২৩,৯৯,১০৮, ১৪৩,১৫৪,৩০০,৩৭৫,৩৮১ ও ৫৮০ নং এল.আর. খতিয়ান ভুক্ত রায়ত দখলী স্বত্ত্বীয় নিম্ন লিখিত দাগের অংশের জমির বিবরণ : -

	আর.এস. দাগ	এল.আর. দাগ	এল.আর. খতিয়ান	জমির শ্রেণী	অংশ
৬।	৯৪	৯৮	২৩	শালি	০.০৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	৯৯	শালি	০.৩৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	১০৮	শালি	০.১৮৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৩	শালি	০.১৮৭৫ শতক
	ঐ	২০৬	১৫৪	শালি	০.৩৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	৩০০	শালি	০.০৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	৩৭৫	শালি	০.০৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	৩৮১	শালি	০.০৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	৫৮০	শালি	০.০৭৫ শতক
৭।	৬১	৬৩	২৩	শালি	০.২০৫ শতক
	ঐ	ঐ	৯৯	শালি	১.০৩ শতক
	ঐ	ঐ	১০৮	শালি	০.৫১৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৫৪	শালি	১.০৩ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৩	শালি	০.৫১৫ শতক
	ঐ	ঐ	৩০০	শালি	০.২০৫ শতক
	ঐ	ঐ	৩৮১	শালি	০.২০৫ শতক
	ঐ	ঐ	৫৮০	শালি	০.২০৫ শতক
	ঐ	ঐ	৯৯	শালি	০.৩২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১০৮	শালি	১.৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১০৮	শালি	০.৮১২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৩	শালি	০.৮১২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৫৪	শালি	১.৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	৩০০	শালি	০.৩২৫ শতক
	ঐ	ঐ	৩৭৫	শালি	০.৩২৫ শতক
	ঐ	ঐ	৩৮১	শালি	০.৩২৫ শতক
	ঐ	ঐ	৫৮০	শালি	০.৩২৫ শতক

উক্ত পশ্চিম কেশবপুর মৌজায় মোট সম্পত্তির পরিমান ১১.৯১ শতক।

দরখাস্তকারীর পক্ষে — আদালতের অনুমত্যানুসারে

মানস মন্ডল — **শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)**

এ্যাডভোকেট — জেলা হুগলীর জেলা ডেলিগেট সদর আদালত

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলীর জেলা ডেলিগেট সদর আদালত,

২০২৪ সালের ৫২ নং এক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

রমা পাইন দীং.....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে :-

জেলা হুগলীর থানা ধনিয়াখালির অন্তর্গত ভাণ্ডারহাটী নিবাসী অধুনামৃত **অশোক কুমার দত্ত ওঃ অশোক দত্ত** পিতা মৃত উপেন্দ্র নাথ দত্ত, মহাশয় গত ইংরাজীর ১৫.০২.২০২৩ তারিখে পরলোকগমন করায় তাহার ত্যক্ত উইল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি প্রবেট লইবার নিমিত্ত অত্র দরখাস্তকারীগণ হজুরাদালতের নিকট অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে, তিনি স্বয়ং অথবা তাঁর পক্ষে কোন উকিল বাবুর দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমার একতরফা শুনানী হইয়া দরখাস্তকারীগণের অনুকূলে প্রবেট সার্টিফিকেট মঞ্জুর হইবে।

।। তপশীল সম্পত্তির পরিচয় ।।

জেলা হুগলী থানা ও এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব- রেজিস্ট্রী ধনিয়াখালি অফিসের এলাকাধীন ভান্ডারহাটী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত **মৌজা ভান্ডারহাটী** গ্রামে, জে.এল. নং- ৮০, হুগলী জেলা কালেকটারের পক্ষে বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. ধনিয়াখালি হাল-৮৯, ১৩৭০ ১৪৭৫ ও ১৪৮৫ নং এল.আর. খতিয়ান ভুক্ত রায়ত দখলী স্বত্ত্বীয় নিম্ন লিখিত দাগের অংশের জমির বিবরণ : -

	আর.এস. দাগ	এল.আর. দাগ	এল.আর. খতিয়ান	জমির শ্রেণী	অংশ
১।	৮০২	১২৯৩	৮৯	পুকুর	৫.৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৩৭০	ঐ	৫.৫০ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৭৫	ঐ	৫.৫০ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৮৫	ঐ	৫.৭৫ শতক
২।	১৭২	২০৬	৪৬	বাগান	০.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	৮৯	ঐ	০.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	৪৭৮	ঐ	০.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	৬০৫/১	ঐ	০.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১১৪৬	বাগান	০.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৩৭০	বাগান	০.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৭৫	ঐ	.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৮৫	ঐ	.০৬২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৮৫৭	ঐ	০.৩৫৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৮৫৮	ঐ	০.৩৫৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৮৫৯	ঐ	০.৩৫৫ শতক
৩।	৭৯৪	১২৮৫	৮৯	ভিটা	০.৩৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৩৭০	ভিটা	০.৩৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৭৫	ভিটা	০.৩৭৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৮৫	ভিটা	০.৩৭৫ শতক
৪।	৭৯২	১২৮৭	৮৯	বাস্তু	০.৩১২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৩৭০	ঐ	০.৩১২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৭৫	ঐ	০.৩১২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৪৮৫	ঐ	০.৩১২৫ শতক
৫।	৭৯৩	১২৮৬	৮৯	বাস্তু	০.৩১২৫ শতক
	ঐ	ঐ	১৩৭০	ঐ	০.৩১২৫ শ

গাছ কেটে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের দাবি, উদাসীন প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলোয়া ফরেস্ট দামোদর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এই ফরেস্টে রয়েছে মূল্যবান গাছ। রাতের অন্ধকারে এমনকি দিনের বেলাতেও অসাধু ব্যক্তিরা সেই গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। দিনের পর দিন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে এই ফরেস্ট। গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ার ছবিও ধরা পড়েছে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায়। এলাকার সাধারণ মানুষদের দাবি, প্রশাসনিক নজরদারির অভাব রয়েছে যার কারণে গাছ চুরির মতো ঘটনা ঘটছে। প্রশাসন এদিকে নজর দিক দাবি জানাচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষরা।

দিনের পর দিন যে ভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষদের সচেতন করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও একশ্রেণির মানুষের মধ্যে কোনও রকম সচেতনতাবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। দিনের পর দিন গাছ কাটার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ বিষয়ে সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী জানান, 'দিনের পর দিন গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমি এই সমস্যার কথা বন দপ্তরকে জানিয়েছি। কিন্তু তারপরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।' প্রশাসন এবং শাসকদলের মদত রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। এ বিষয়ে সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশলল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'বিষয়টা আমার আগে জানা ছিল না সংবাদ মাধ্যমের কাছে এই প্রথম শুনলাম। আগামী দিনে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য দ্রুত নজরদারি বাড়ানো হবে।'

সোনামুখী রেঞ্জ অফিসার নিলয় রায় জানান, এই জায়গাতে ডিভিসের অন্তর্গত এবং যেখানে কিছু অংশে স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফেও গাছ লাগানো হয়েছিল। তবে যারা এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং আগামী দিনে নজরদারি বাড়ানো হবে বলেও জানান তিনি। এখন কবে থেকে প্রশাসনের নজরদারি বাড়বে কবে এই ফরেস্ট সুরক্ষিত থাকবে সেটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে সরস্বতী পুজো বন্ধের হুঁশিয়ারি পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আজ সরস্বতী পুজো। ঠিক তারই আগে নদিয়ার নবদ্বীপের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে দেখা গেল বেশ কিছু পোস্টার। হলুদ কাগজে লেখা এই পোস্টারগুলি বিস্ময় বাড়িয়েছে নবদ্বীপ শহরে। পোস্টারে যা লেখা ছিল, কোনও সরকারি অথবা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পুজো করা যাবে না। তবে পোস্টারগুলি এই মুহূর্তে অক্ষত নেই অর্থাৎ সেগুলি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় মানুষ এবং অন্যান্যরা জানিয়েছেন, বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে এই পোস্টারগুলি নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের দেওয়ালে কিংবা বিদ্যালয়ের সামনের দেওয়ালে দেখা গিয়েছে, কিন্তু কে বা কারা লিখ ল এই পোস্টারগুলি, বারবার উঠছে এই নিয়ে প্রশ্ন।

তবে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানাচ্ছেন, তাদের শিক্ষকতা জীবনে আজ পর্যন্ত এই ধরনের নজিরবিহীন ঘটনা চোখের সামনে আসেনি। নতুন করে ধর্মীয় বিষয়কে আঘাতপ্রাপ্ত করা হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব লাগানোর চেষ্টা করছে কিছু মুখোশধারী ব্যক্তি। নবদ্বীপে সমস্ত ধর্মীয় মানুষের বসবাস, এইসব পোস্টার মেরে ধর্মীয় বিভাজন করা যাবে না। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে যেমন সরস্বতী পুজো হয় এ বছরও মহাসমরহে পালিত হবে বাগদেবীর আরাধনা। অন্যদিকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

অজয়পুর হাইস্কুলে সরস্বতী পুজোয় এবারের থিম অরণ্যের অধিকার। ছাত্রছাত্রীদের নিজের হাতে তৈরি এমন ভাবনায় খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বাড়িতে উদ্ধার শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ

কর্মক্ষেত্রে সমস্যার উপায় খুঁজতে জ্যোতিষীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কর্মক্ষেত্রে সমস্যা! উত্তরণের উপায় খুঁজতে জ্যোতিষীর শরণাপন্নও হয়েছিলেন। সেই জ্যোতিষীর বাড়িতে আসারও কথা ছিল। কিন্তু, তার আগেই বাড়ি থেকে উদ্ধার হল শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ। মৃত শিক্ষকের নাম কৌশিক হালদার (৪৩)। তাঁর স্ত্রীও শিক্ষকতা করেন। কৌশিকবাবুর আকস্মিক চলে যাওয়ায় শোকের ছায়া গোটা পরিবারে। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্ত্রী। কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না প্রতিবেশীরাও।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডানকুনি হাউজিংয়ের ডি ৩৩ নম্বর ব্লকের বাসিন্দা ছিলেন কৌশিক হালদার। কাছেই একটি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন। শুক্রবার বিকেলে তাদের ছেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে কলিং বেল টেপে। কিন্তু কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি। অবস্থা দেখে মাকে ফোন করে ঘটনার কথা বলেন। প্রতিবেশীরাও জানতে পেরে ছুটে আসেন। সকলে মিলে দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করলেও মেলেনি সাড়া। শেষে বাধ্য হয়ে ভেঙে ফেলা হয় দরজা। কিন্তু ভিতরে ঢুকতেই দেখা যায় গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছেন কৌশিক। দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন পুলিশকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডানকুনি থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে ভালো সম্পর্কই ছিল কৌশিকবাবুর। কিন্তু, কেন আচমকা আত্মহত্যা করতে গেলেন বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, মানসিক অবসাদ থেকেই আত্মহত্যা করেছেন শিক্ষক। কর্মক্ষেত্রে কোনও কারণে অস্থির ছিলেন। যে কারণে রবিবার বাড়িতে জ্যোতিষী আসার কথাও ছিল। তার আগেই এ ঘটনা।

নবম দুয়ারের সরকারে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন্দা গ্রামে শনিবার অনুষ্ঠিত হল নবম অধ্যায়ের দুয়ারের সরকার। এবারের দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যেখানে সরকারি পরিষেবাগুলি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়।

শনিবার এই কর্মসূচিতে পরিদর্শনে আসেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক শ্রী পোন্নাম্বালাম, তার সাথে ছিলেন মহকুমা শাসক (দুর্গাপুর) সৌরভ চ্যাটার্জি, পাণ্ডবেশ্বর বিডিও ও পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল ব্লক সভাপতি কিরীটি মুখ র্জি। এদিন জেলাশাসক জানান যে, জেলায় এখন পর্যন্ত ২৭০টি ক্যাম্প করা হয়েছে, যার মাধ্যমে লক্ষাধিক মানুষ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পেয়েছেন।

এই দিনের ক্যাম্পে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য নানা সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলির মধ্যে আছে কৃষি ও আবাসন সংক্রান্ত সুবিধা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত আবেদনপত্র গ্রহণ, রেশন কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা প্রদান, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতার সুবিধা, লক্ষ্মীর ভান্ডার কন্যাশ্রী যুবশ্রি, রূপশ্রি থেকে শুরু করে কৃষকবন্ধু সহ বিভিন্ন কিছু প্রকল্প।

জেলাশাসক শ্রী পোন্নাম্বালাম জানান, দুয়ারে সরকার ক্যাম্প সাধারণ মানুষের কাছে প্রশাসনকে আরও সহজলভ্য করে তুলেছে। দুয়ারে সরকারের এটা ৯ তম ক্যাম্প। পুরো পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ২৭০০ ওপরে ক্যাম্প হয়েছে। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ সরাসরি সরকারি সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, তারা খুবই উপকৃত হচ্ছেন এই কর্মসূচির মাধ্যমে।

দুয়ারে সরকারে কয়েকজনের ফর্ম ফিলাপ চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এসে বেশ কয়েকজন উপভোক্তার ফর্ম নিজে হাতে লিখে দিলেন চেয়ারম্যান। পাশাপাশি ক্যাম্পে আসা লোকেদের কোনও রকম সমস্যা হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও খোঁজ নেন তিনি। জানা গিয়েছে, ২৪ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। ১ ফেব্রুয়ারি ছিল ক্যাম্পের শেষ দিন। এদিন ক্যাম্প পরিদর্শনে জান বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান। তিনি ছাড়াও বিভিন্ন আধিকারিকরা ক্যাম্প ঘুরে দেখেন। এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র জানান, 'বালুরঘাট পুরসভার ২৫ টি ওয়ার্ড কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। আজ নালন্দা বিদ্যাপীঠে এই ক্যাম্প চলছে। প্রচুর মানুষ এখানে আসছেন। প্রায় ৪০০ জন ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। আরও বেশ কয়েকজন ফর্ম নিয়েছেন। সেগুলো রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার আওতায় এলে সংখ্যাটি আরো বাড়বে।'

তিনদিন বিদ্যুৎহীন, সমস্যায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আর কিছু দিন পরেই শুরু হবে মাধ্যমিক পরিক্ষা। সেই জায়গায় ইলেকট্রিকের জন্য পড়াশোনা করতে পারছে না পরীক্ষার্থী। সেই ছবিই দেখা গেল হুগলির আরামবাগ পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের নেতাজি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়।

জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা একটি বিশাল গাছ ছিল। যেটাকে বৃহস্পতিবার ভোরে একটি ড্যাম্পার ধাক্কা মারে এবং গাছটা মাঝ বরাবর ভেঙে যায়। জানা গেছে ডাম্পারটি আরামবাগ থেকে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল। তার জেরে ওই এলাকায় তিনদিন যেমন বিদ্যুৎ নেই যেমন অন্যদিকে দিন আনা দিন খাওয়া টোটো চালকরা তাদের গাড়িতে চার্জ দিতে পারছে না, ফলে সমস্যায় পড়েছে, গাড়ি নিয়ে বের হতে পারছে না বাজারে। ওই এলাকায় সাতটি বাড়িতেই এখনও পর্যন্ত ইলেকট্রিক নেই। ইলেকট্রিকের তার রাস্তার পাশেই পড়ে আছে এবং ঝুলছে। গাছটি যাতে দ্রুত কাটার ব্যবস্থা করে সেজন্য তারা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে এলাকায় বসবাসকারীরা।

এ প্রসঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সাবেনা খাতুন জানায়, ডাম্পারের ধাক্কায় গাট্টা ফেটে গিয়েছে, সেই কারণে ই বাড়িতে কারেন্ট নেই, গাছের ওপর দিয়ে ইলেকট্রিক তার গিয়েছে। কিছুদিন বাদেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। সন্ধ্যা হলেই পড়তে খুব সমস্যা। গাছটা কেটে দেওয়া উচিত। কারেন্টের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। গাছ না কাটলে ঘটতে পারে বড় ধরনের কোনও দুর্ঘটনা।

গাছটা মাঝ বরাবর যেমন ফেটে গিয়েছে সেই সঙ্গে গাছের একটি বড় ডাল বিপদজ্জনক ভাবে ইলেকট্রিক

পোস্টের ওপর ভর দিয়ে রয়েছে। যে কোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। এলাকাবাসীর দাবি, তারা ইলেকট্রিক অফিস, পিডব্লিউডি সহ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্চয় দাসকে জানিয়েছেন। সেই কারণেই ইলেকট্রিক না থাকার কারণে এলাকাবাসী সহ মাধ্যমিক পরিক্ষার্থী যে সমস্যায় পড়েছে তার বলায় যায়। এখন দেখার প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে এলাকাবাসী সেখ নুর হোসেন জানান, 'বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলাম একটা বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। বেরিয়ে দেখি গাছে ধাক্কা মেরেছে একটা ডাম্পার। গাছটা ভেঙে গেছে ইলেকট্রিক পোস্টের ওপর ভর দিয়ে আছে। বিদ্যুতের তার ছিড়ে পড়ে গিয়েছে, ইলেকট্রিক দপ্তরে গিয়েছিলাম ওরা ডিসকানেক্ট করে দিয়েছে। এরপর থেকে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পিডব্লিউডিকে জানিয়েছে লিখিত ভাবে। তিন দিন ধরে কারেন্ট নেই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আছে, বাড়িতে বাচ্চাদের নিয়ে খুবই অসুবিধা আছি। গাছটা না করলে ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।'

কুম্ভে গিয়ে নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া পুরসভার ছ' নম্বর ওয়ার্ডের মালাকার পাড়ার বাসিন্দা সাধন মালাকার গত রবিবার বাড়ি থেকে তিনি বেরন কুম্ভের উদ্দেশ্যে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তিনি বাসে করে যান মহাকুম্ভে পুণ্য স্নান করার জন্য। এখান থেকে গাড়ি ছাড়ার পরে ঠিক বেনারসের কাছে গিয়ে ভিড়ের কারণে সেখানে থেমে যায় সেখানে তিনি নেমে যান নেমে যাওয়ার পরে বাসযাত্রীরা সকলেই সেখান থেকে আবার কুম্ভস্নানের উদ্দেশ্যে কুম্ভের দিকে রওনা দেয় গন্তব্যস্থলে গিয়ে দেখেন সাধন মালাকার গাড়িতে নেই তারপর থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয় ৬২ বছর বয়সি সাধন মালাকারের সঙ্গে তাঁর নেই কোনও মোবাইল ফোন। প্রায় দু-তিন দিন খোঁজাখুঁজির পরেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। ওই এলাকার লোকাল থানায় তাঁর নামে নিখোঁজ ডায়েরি করে এলেও তাঁর সহযাত্রীরা শনিবার বেনারস থেকে ফিরছেন বলে খবর। পরিবার অধীর উৎকণ্ঠে রয়েছেন কবে বাড়ি ফিরবে পরিবারের রোজগেরে সাধন মালাকার রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করতেন তাতে কোনওরকম দিন গুজরান হত। পরিবারে ছেলে বউমা সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। অধীর উৎকণ্ঠায় সকলে, কবে সাধনবাবু বাড়ি ফিরবেন।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা দেখতে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বজবজ: শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ-১ ব্লকের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজ ও দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসক সহ ব্লক প্রশাসন এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন পথশ্রী প্রকল্পের কাজের পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভান্ডার, খাদ্যসাথী সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা খতিয়ে দেখেন। এই প্রকল্পগুলির সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যাতে কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা তাও খোঁজ খবর নেন জেলাশাসক।

ডায়মন্ড স্টোন ব্যবহারে সরস্বতী ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান প্রায় দু' লক্ষের কাছাকাছি ডায়মন্ড স্টোন ব্যবহার করে সরস্বতী ঠাকুর বানিয়ে তাক লাগালেন কালনার বারুইপাড়ার স্বর্ণদ্বীপ ক্লাবের তিন সদস্য। প্রায় দু মাসের প্রচেষ্টায় গোটা সরস্বতী দেবীর মূর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরা। প্রায় দু'মাস ধরে ক্লাবেরই সদস্য বাবন বিশ্বাস, বিজয় দেবনাথ ও টুবাই বিশ্বাস তিনজন মিলে বিভিন্ন রংবেরঙের ডায়মন্ড স্টোন বসিয়ে দেবী মূর্তি তৈরি করেছেন। শুধু এ বছরই নয়, পূর্ববর্তী বিগত বছরগুলিতেও বিভিন্ন রকম উপকরণ দিয়ে সরস্বতী ঠাকুর বানিয়েছেন তাঁরা। শিল্পীদের কথায়, ধানের সামগ্রী, বিভিন্ন মশলা, কাজু কিসমিস সহ একাধিক জিনিস নিয়ে এর আগে তাঁরা ঠাকুর বানিয়েছেন। এবছর সেই রকমই এক ভাবনা থেকে এই স্টোনের প্রতিমা বানানো বলে দিন শুক্রবার জানিয়েছেন শিল্পী বাবন বিশ্বাস।শিল্পী বিজয় দেবনাথের কথায় স্বর্ণদ্বীপ ক্লাবের এবছরের পুজো ১৬ বর্ষে পদার্পণ করেছে। আর এবারের বিশেষ আকর্ষণ ডায়মন্ড স্টোনের প্রতিমা।

বৈদ্যুতিক খুঁটি বসলেও, আজও অন্ধকারে এলাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: তৃণমূল সরকারের জমানায় দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নানান উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। বহু জায়গায় তৈরি হয়েছে রাস্তা কোথাও তৈরি হয়েছে শিশু উদ্যান, রাস্তার পাশাপাশি রাস্তার সৌন্দর্যতা বাড়াতে এবং এলাকাকে সুরক্ষিত করতে বসেছে বৈদ্যুতিক বাতি। কিন্তু দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহার ফরিদপুর থানা থেকে তিলাবনি গ্রামের জঙ্গল পর্যন্ত প্রধান রাস্তা আজও অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

কয়েক বছর আগে বসেছে বৈদ্যুতিক খুঁটি কিন্তু আজও অন্ধকারে নিমজ্জিত এলাকা। বৈদ্যুতিক খুঁটি আছে, তাতে বাকিও লাগানো আছে অথচ আজও জ্বলে না আলো। লাউদোহা উখড়া ও দুর্গাপুর যাওয়ার প্রধান রাস্তার ওপর নির্ভরশীল এলাকার বহু মানুষ। এছাড়াও এলাকায় কোলিয়ারিতে কলিয়ারির কর্মীরাও এই রাস্তার ওপর দিয়েই দিনরাত যাতায়াত করেন। এই রাস্তা

স্তার পাশেই রয়েছে তিলাবনী নামে বিস্তৃত এক জঙ্গল। আর গহন অন্ধকার থাকার কারণে এই জঙ্গল পার করতে চরম সমস্যা পেতে হয় এলাকাবাসীদের বলে অভিযোগ।

তিলাবনী গ্রামের বাসিন্দা ইয়ার মহম্মদ জানান, বছর আগে বৈদ্যুতিক খুঁটি বসেছে কিন্তু আজও এলাকা অন্ধকার। একদিনের জন্যও জ্বলেনি বাতি। অন্ধকারে চরম সমস্যায় পড়তে হয় তাদের। তিনি বলেন, যদি এই রাস্তার ওপর বৈদ্যুতিক লাইটগুলি জ্বালানো যায় তা হলে এলাকাবাসীরা উপকৃত হবেন।

এই বিষয়ে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক সভাপতি শতদ্বীপ ঘটক জানান, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগেই এই বৈদ্যুতিক বাতি গুলির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি বলেন ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের ইঞ্জিনিয়াররা বৈদ্যুতিক বাতি গুলি না জ্বলার জন্য পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছেন। তাতে বৈদ্যুতিক লাইনে ব্যাপক গোলযোগ খুঁজে পান। ব্লক সভাপতি এও জানান এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই আসানসোল দুর্গাপুর - উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে এক প্রস্ত আলোচনাও হয়েছে। তিনি আশাবাদী খুব শীঘ্রই এই এলাকা আলোকময় হয়ে উঠবে, জ্বলবে দীর্ঘদিন ধরে না জ্বলা বৈদ্যুতিক বাতিগুলি।

বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship Beyond Banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৫.০২.২০২৫ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	**বাঁকুড়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **সুমিত মন্ডল** **ঋণগ্রহীতার নাম : সুমিত মন্ডল** পিতা দিলীপ মন্ডল, **সাকিন** মৌজা : উপরবান্দা, নাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বাঁকুড়া, পো : শিরসারা, জেলা : বাঁকুড়া, পিন ৭২২১৫৫।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি দোতলা ভবন অবস্থিত প্লট/সার্ভে নং ৫৯৪, জেএল নং ২৯১, মৌজা : উপরবান্দা, নাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৫৫। জমির পরিমাণ এরিয়া ৩.০০ ডেসিমেল। **সম্পত্তি শ্রী সুমিত মন্ডলের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক; পশ্চিমে : সাধন মিশ্রর খালি জমি ; উত্তরে : অরুণ মন্ডলের খালি জমি; দক্ষিণে : অনু মন্ডলের ভবন।	**ক. ২৫.৯৪ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ** **খ. ২৭.১২.২০২৩** **গ. ২০.০৮.২০২৪**	১. ১৫,৭৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫৭,৫০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২	**পুরুলিয়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **অরুণাভ মিত্র** **ঋণগ্রহীতার নাম : অরুণাভ মিত্র,** পিতা প্রয়াত মিহির কুমার মিত্র, **সাকিন :** মুন্সেফ ডাঙ্গা, পুরুলিয়া।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বন্ধকদত্ত সম্পত্তি ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং ৪ সি) অবস্থিত ৫মতলে, ক্রিংনেভাস পাঁচতলা (জি-৪) ,আর সি সি কাঠামোর বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৬১ বর্গফুট (কমবেশি) অবস্থিত কাশীনাথ চক্রবর্তী লেন, মৌজা : পুরুলিয়া, জেএল নং ২৯২/২, আরএস খতিয়ান নং ৩১৯২, আরএস প্লট নং ৮৩৮৩, হোল্ডিং নং ২৬৪/১/এ, ওয়ার্ড নং ০২, পুরুলিয়া পুরসভা টাউন অধীন, থানা : পুরুলিয়া, জেলা পুরুলিয়া। **সম্পত্তি শ্রী অরুণাভ মিত্রর নামে।**	**ক. ৬.৬৫ লাখ টাকা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ** **খ. ৩০.০৪.২০২৪** **গ. ০৮.০৭.২০২৪**	১. ১৪,২৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪২,৪০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩	**ঝালদা শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **স্বরূপ সাহু,** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী স্বরূপ সাহু,** পিতা কানাইলাল সাহু, **সাকিন :** ষষ্ঠীপাড়া রোড, মৌজা ঝালদা, পো এবং থানা : ঝালদা, জেলা : পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩২০২।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বন্ধকদত্ত সম্পত্তি একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত ষষ্ঠীপাড়া রোড, মৌজা ঝালদা, ঝালদা পৌর সভার ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, হোল্ডিং নং ১/১২৫/১/৩, পো এবং থানা : ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩২০২। **সম্পত্তি স্বরূপ সাহুর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : উত্তম কর্মকারের সম্পত্তি ;পশ্চিমে : দ্বীজপদ কর্মকারের সম্পত্তি ; উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক ; দক্ষিণে : বিমল কর্মকারের সম্পত্তি।	**ক. ১৬.৪৩ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ** **খ. ২১.০৯.২০১৯** **গ. ০৩.০৩.২০২১**	১. ১৮,৪৯,০০০.০০ টাকা ২. ১,৮৪,৯০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **সৈয়দ মহম্মদ আফরোজ,** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী সৈয়দ আফরোজ,** পিতা সৈয়দ নিশার আহমেদ, সাকিন ধরমপুর, আসানসোল।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি বন্ধকদত্ত তিনতলা বসবাসের ভবন পরিমাণ এরিয়া ১.৬৭ কাঠা ।সম্পত্তি অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৯২/৩৭৮, ধরমপুর, ওয়ার্ড নং ৪৬ (পুরানো), মৌজা : হীরাপুর, আরএস দাগ নং ৪৫০ এবং ৪৫১, আরএস খতিয়ান নং ৬১২, ৬১৩। আসানসোল পুরসভা অধীন, থানা হীরাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি সৈয়দ মহ আফরোজ এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : গলি, পশ্চিমে : গলি, উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক; দক্ষিণে : সৈয়দ মাকসুদ এর ভবন।	**ক. ২২.০৯ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ** **খ. ৩০.০৭.২০২৪** **গ. ১৮.১০.২০২৪**	১. ২৩,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ২,৩৬,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৫	**নবাবহাট শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **মহ নুরআলম খান,** **ঋণগ্রহীতার নাম : মহ নুরআলম খান,** পিতা মহম্মদ আখতার, **সাকিন :** কেশবগঞ্জ চটি, পো রাজবাটী, থানা : বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০৪।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ব

সতীর্থরা জয় দিয়েই ঋদ্ধিকে ভুলিয়ে দিলেন অনাদরে-অবহেলার 'বিদায়পর্ব'

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

'এরা যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে'! সিনেমার গল্পের হীরক রাজা ছিল বড় দুষ্টু প্রকৃতির লোক। যে কোনও মূল্যে মসনদ টিকিয়ে রাখতে সে ছিল বদ্ধপরিকর। সিএবি'তেও কি এখন 'হীরক' রাজ্য চলছে? শনিবার নিয়মরক্ষার ম্যাচে নেমেও শুধু ঋদ্ধিমানের জন্যই উজাড় করে খেলল বাংলা দল। ব্যাটে-বলে অসাধারণ পারফরমেন্স করলেন সূরজসিন্ধু জয়সওয়াল। ইনিংসে ম্যাচ জিতে হইহই করে সতীর্থদের মাথায় চড়েই মাঠ ছাড়লেন তাঁদের প্রিয় 'পাপালি'। বিদায়বেলায় ঋদ্ধিও আনন্দের সঙ্গে মাঠ ছাড়লেন। কিন্তু কে দেখল সে'সব? তাঁর পরিবার। আর? গুটিকয়েক মিডিয়া, যাঁরা কেন আসে, কী তাদের ভূমিকা তারাও জানে না। এতদিন ধরে এত ভাল পারফরমেন্স উপহার দেওয়ার পর কোথায় ক্রীড়ামন্ত্রী, ক্রীড়াপ্রতিমন্ত্রী? কোথায় বাংলার আইকন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়? কোথায় একসময়ের ঋদ্ধির সতীর্থরা? কোথায় বাংলার সমালোচনা করা প্রাক্তন ক্রিকেটাররা? আর কোথায় সিএবির 'হীরক' সভা বসিয়ে দেওয়া কর্তারা? কেউ নেই। কেউ পাশে থাকল না ভারতের অন্যতম সেরা উইকেটকিপার, বাংলার সুনাম উজ্জ্বল করে কেরিয়ার আলোকিত করা ঋদ্ধিমান সাহার পাশে। অথচ ১৪১টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে তাঁর মোট রান ৭১৬৯। গড় ৪৮.৬৮। রয়েছে ১৪টি শতরান এবং ৪৪টি অর্ধশতরান। ভারতীয় দলের হয়ে ৪০টি টেস্ট ম্যাচ এবং ৯টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন ঋদ্ধি। ১৩৫৩ রান করেন। গড় ২৯.৪১। ২০০৮ সাল থেকে প্রত্যেকবার আইপিএলে খেলেন। গুজরাট টাইটান্স, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, চেন্নাই সুপার কিংস, পাঞ্জাব কিংস এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়েও খেলেন ঋদ্ধি। সেই ঋদ্ধিমানের জন্য কারোর 'মায়া' পর্যন্ত নেই! সম্প্রতি সন্তোষ ট্রফি জিতেছে বাংলা দল। জেলায় জেলায় সংবর্ধনার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে সংবর্ধনা দিতে ছুটছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি আসেননি। তাঁকে ডাকারও প্রয়োজন মনে করেননি সিএবি'র কর্তারা। ঋদ্ধি যা করেছে কেরিয়ারে, তা যেন

ঋদ্ধিমান সাহার কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ জিতিয়েই কাঁধে চড়িয়ে মাঠ ছাড়লেন বাংলার সতীর্থরা।

রাম-শ্যাম-যদু-মধু যে কেউই যে কোনওদিন করে ফেলতে পারে কর্তাদের ভাবখানা যেন এমনই। রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। গম্ভীরকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় বোমা ফাটিয়েছেন, কিন্তু ইডেনে প্রাক্তন সতীর্থের শেষ ম্যাচ দেখতে আসার সময় পাননি। এই তাঁর ক্রিকেট প্যাশন! ঋদ্ধির সমসাময়িক থেকে প্রাক্তন, কোনও ক্রিকেটারকে ডাকার প্রয়োজনটুকুই অনুভব করেননি সিএবি কর্তারা। যতটা বর্ণহীনভাবে তাঁকে বিদায় জানানো যায়, পরিকল্পনাটা যেন সে'রকমই। হ্যাঁ, শেষদিন সিএবি'তে কালো রঙের রেঞ্জরোভার গাড়ি (ডব্লুবি০১বিবি৭৮০০) করে এসেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তখন সন্ধে নেমে গেছে। ম্যাচের বা ঋদ্ধিমানের রেশ পর্যন্ত নেই ইডেনে। নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে মিনিট পনেরোর মধ্যেই সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চলেও গেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য, সিএবি সভাপতি নিজেই আসেননি ঋদ্ধিমানের বিদায়বেলায়। কেন? সিএবি'র অন্দরের খবর, শনিবার সিএবি'তে আসেন না। এটাই রেওয়াজ। শুনে 'থ' হয়ে যেতে হয় তাঁরই ঘনিষ্ট এক কর্তার কথায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্তা জানালেন, 'আসবেন কীভাবে, আপাতত প্রয়াগরাজে পূণ্যস্নানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন স্নেহাশিস'। বাংলা ক্রিকেটের মসনদে বসে বাংলারই অন্যতম সেরা ক্রিকেটারকে অবহেলায়, অনাদরে বিদায়পর্ব করার পাপ ধুতেই কি তিনি যেতে চান? ভগবান জানেন আর তিনি জানেন! তিনি ব্যস্ত, কিন্তু সচিব আর যুগ্মসচিব? সভাপতির অবর্তমানে তাঁদেরও দায় বর্তায়। কিন্তু দায়িত্ব তাঁরাও নেননি। জানা গেল, টাউন ক্লাবের বিতর্কিত কর্তা ও সিএবির যুগ্মসচিব দেবব্রত দাস ইজিপ্ট ভ্রমণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুঁজছেন। এখন জানতে কারোরই বাকি নেই, এই দেবব্রত দাসের মন্তব্যের জেরেই একসময় ঋদ্ধিমান অভিমান করে বাংলা ছেড়েছিলেন। ঋদ্ধির বিদায়বেলায় কি শেষপর্যন্ত ক্ষমা চাইলেন? কেউ জানে না। সচিব নরেশ ওঝা। তিনিও নাকি কলকাতার বাইরে ব্যক্তিগত কাজে। ঋদ্ধিমানের বিদায়পর্বে থাকার সময় নেই কারোরই। আশ্চর্য! এই ইডেনের অহংকার? এই ঐতিহ্য? এরপরও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটাররা ইডেনে খেলার জন্য মুখিয়ে থাকবে? হীরক রাজা তাঁর নবরত্ন সভায় তাঁর গুনগানের জন্য মন্ত্রী পুষতেন। তাঁদের রত্ন উপহার দিতেন। আর সিএবি সভাপতি তাঁর সভা আলো করে রাখার জন্য সিইও থেকে মিডিয়া ম্যানেজার পোষেন। আর কাড়ি কাড়ি বেতন দেন। কী লাভ? ভুঁইফোড় কয়েকজন সাংবাদিক খেয়ে-দেয়ে, টিকিট পেয়ে ঠিক ক'লাইন প্রচার করল বাংলার অন্যতম সেরা উইকেটকিপারের বিদায়পর্ব! মিডিয়া ম্যানেজার তা'হলে মাসের পর মাস বেতন নিয়ে কী ম্যানেজ করল? সিএবি'র মিডিয়া গ্রুপে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হল? সিএবির সোশাল মিডিয়ায় কতটা অংশ জুড়ে রইল ঋদ্ধিমানের বিদায়পর্ব? ঋদ্ধি তো খেলা ছেড়ে চলেই গেলেন। এই হীরক রাজার মনোভাব, এই কয়েকজনের মৌরসীপাট্টাখ বাংলার ক্রিকেট বাঁচবে তো! আরও একজন ঋদ্ধিমান-সুপারম্যান উপহার দিতে পারবেন তো? প্রশ্ন আছে। নির্বাক সিএবি সব পড়ে। সব জানে। তত কম মানে।

নিত্যানন্দ দত্তের উদ্যোগে বড়বাজারে বেল্ট-রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিত্যানন্দ দত্তের অনবদ্য প্রয়াস। বাংলায় কুস্তি যেখানে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে, সেখানে দীর্ঘ ২১ বছর ধরে আয়োজন করে আসছেন অন্যরকম রেসলিং প্রতিযোগিতা। প্রতিবছরের মত এবছরও ট্র্যাডিশনাল রেসলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সহযোগিতায় সংকল্প সেবা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে বড়বাজার লোহাপট্টিতে আয়োজিত হল আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতা কাজাক-কুরেশ চ্যাম্পিয়নশিপ। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিতে বেল্ট রেসলিং, মাস রেসলিং,রেসলিং সহ বেশ কয়েকটি বিভাগের প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। আসলে, বেল্ট রেসলিং প্রতিযোগিতা এসেছে উজবেকিস্তান থেকে। মূলত মার্শাল আর্ট-এর অন্তর্ভুক্ত। যা কুস্তি ও জুডোর টেকনিকের সংমিশ্রণে খেলা হয়। বয়সভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় মোট ৭৮ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন রেলওয়ের ডেপুটি চিফ কর্মাশিয়াল ম্যানেজার (কোর্ট অ্যান্ড ক্লেম) অজয় কুমার রাই। এছাড়াও ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা সন্তোষ পাঠক, ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা মহেশ শর্মা, প্রাক্তন বিধায়িক স্মিতা বক্সী, সঞ্জয় বক্সী সহ অন্যরা। সিনিয়র বেল্ট রেসলিং ৪৮ কেজি বিভাগে সোনা জেতেন সিদ্ধার্থ সরকার, রুপো জেতেন সুদিত দাস।

৬৬ কেজি বিভাগে সোনা জেতেন তৃষাঞ্জিত বোস, রুপো জেতেন মনীশ লাকড়া। সাব জুনিয়র ৪০ কেজি বিভাগে সোনা জেতেন শুভায়ু ভৌমিক, রুপো জেতেন অপ্রতীম রায়। মেয়েদের ৪৮ কেজি বিভাগে সোনা জেতেন ইপ্সিতা চন্দ্রা, রুপো জেতেন কুমকুম সরোজ। ৫২ কেজি বিভাগে অহনা মজুমদার সোনা জেতেন আর রুপো জেতেন অস্মিতা বিশ্বাস। বেস্ট রেসলিং চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। একেবারে গ্রাস রুট থেকে ক্রীড়া আঙ্গিনায় তরুণ প্রতিভা অন্বেষণে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন নিত্যানন্দ দত্ত। তা আরও একবার তিনি নিজেকে এক্ষেত্রে প্রমাণ করে দিলেন। তিনি জানান এই প্রতিযোগিতা দীর্ঘ ২১বছর ধরে আয়োজিত হয়ে চলেছে। প্রত্যেক বছরই প্রতিযোগীদের সংখ্যা বাড়ছে। তাঁর আশা এই সমস্ত প্রতিভা আগামীদিনে বাংলার নাম উজ্জ্বল করবে।

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

চর্মজাত পণ্যে ২২ লক্ষ কর্মসংস্থানের রূপরেখা নির্মলার

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর স্বপ্ন দেখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কর্মসংস্থান। প্রত্যাশা ছিল বাজেটে এই বিষয়ে দিশা দেবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। যদিও সাদামাটা বাজেটে আশা মেটেনি বহু ক্ষেত্রে। নির্মলার ঘোষণা, চর্মজাত পণ্যের ক্ষেত্রে ২২ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে।

শনিবার নির্মলা জানান, জুতো এবং অন্যান্য চর্মজাত পণ্যের (ব্যাগ, বেল্ট ইত্যাদি) ব্যবসার দিকে এবার বিশেষভাবে নজর দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। লক্ষ হল এই ক্ষেত্রে ২২ লক্ষ কর্মসংস্থান, বছরে ৪ লক্ষ কোটি টাকার টার্নওভার, ১.১ লক্ষ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি। অন্যদিকে, দেশের বাজারে চিনা খেলনার দাপট রুখতে পরিবেশ বান্ধব খেলনার ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারতে পরিবেশবান্ধব খেলনা উৎপদনের হাব তৈরি করবে মোদি সরকার। যেখান থেকে কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। দেশের বাজারের পাশাপাশি বিদেশেও ভারতে তৈরি খেলনা রপ্তানির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি, প্রতিবারের মতোই চলতি বাজেটে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষি, মহিলা এবং যুবসমাজকে। এই বিষয়ে ভাষণের শুরুতেই ঘোষণা দিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এমনিতে পঞ্জাব সীমান্তে লাগাতার কৃষক আন্দোলন নিয়ে অস্বস্তিতে রয়েছে

মোদি সরকার। এই অবস্থায় নজরে ছিল এবারের বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে কী বড় ঘোষণা হয়। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ পিএম ধনধান্য কৃষি যোজনার ঘোষণা দিলেন।

নির্মলা জানিয়েছেন, মোট ১০০টি জেলার ১ কোটি ৭০ লক্ষ কৃষক এই প্রকল্পে উপকৃত হবেন। রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে মিলে ওই ১০০টি জেলায় কৃষি উন্নয়নে কাজ করবে কেন্দ্র। নির্মলার ব্যাখ্যা, মোট ১০০টি এমন জেলাকে চিহ্নিত করা হবে যে জেলায় উৎপাদনের হার কম। ওই জেলাগুলির পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে আলাদা আলাদা ফসল চিহ্নিত করা হবে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ফসল বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে। প্রক্রিয়াকরণও হবে ওই জেলাগুলিতেই। অর্থমন্ত্রীর দাবি, ১.৭ কোটি কৃষকের জীবন বদলে যাবে এই প্রকল্পে।

এর বাইরে কৃষিক্ষেত্রে অন্য ঘোষণা বলতে, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ৩ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হল। ডেয়ারি এবং ফিশারি শিল্পের জন্য ৫ লক্ষ পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে। তুলো চাষিদের জন্য আলাদা তুলো উৎপাদন মিশন, মৎস্যজীবীদের জন্য স্পেশ্যাল ইকোনমিক জোন তৈরির কথাও ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। নির্মলা সীতারমণ এদিন জানিয়েছেন, ডাল উৎপাদনে আগামী ৬ বছরে আত্মনির্ভর হবে ভারত। আত্মনির্ভরতার এই সংকল্পই মোদি সরকারের কর্মসংস্থানের মূলগত পদ্ধতি। অন্তত তেমনটাই দাবি গেরুয়া সরকারের। যদিও কেন্দ্রীয় বাজেটে কর্মসংস্থান নিয়ে আশার আলো দেখছেন না বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

ছত্তিশগড়ে গুলির লড়াইয়ে হত ৮ মাওবাদী

রায়পুর, ১ ফেব্রুয়ারি: নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে আট মাওবাদীর মৃত্যু হল ছত্তিগড়ের বিজাপুরে। শনিবার বিজাপুরের গাঙ্গালুর থানা এলাকায় একটি জঙ্গলে বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ চলে মাওবাদীদের। দু'পক্ষের মধ্যে বেশ কিছু ধরে গুলির লড়াই চলে। মাওবাদীদের দলটিকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে বাহিনী। তার পরই শুরু হয় সংঘর্ষ।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার

সকালে পুলিশ এবং সিআরপিএফের একটি যৌথবাহিনী গাঙ্গালুর থানা এলাকায় মাওবাদীদমন অভিযানে গিয়েছিল। সেই সময় তাদের কাছে খবর আসে থানা এলাকার কিছুটা দূরে জঙ্গলে মাওবাদীদের একটি দল আশ্রয় নিয়েছে। সেই খবর পাওয়ামাত্রই সেখানে হাজির হয় বাহিনী। তাদের উপস্থিতি টের পেতেই গুলি চালাতে শুরু করেন মাওবাদীরা। পাল্টা জবাব দেয় বাহিনীও। সেই সংঘর্ষে আট মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

গত মাসেই ওডিশা-ছত্তিশগড় সীমানায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে রাতভর গুলির লড়াইয়ে নিহত হন ২০ মাওবাদী।

তাঁদের মধ্যে এক জনের মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। সেই সংঘর্ষে নিহত হন জয়রাম ওরফে চলপতি। তিনি মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। এই অভিযানকে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য বলে দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি এক্স করে জানান, 'আমাদের নিরাপত্তাবাহিনী মাওবাদীমুক্ত ভারত গড়তে আরও একটা বড় সাফল্য পেল।'

মলদ্বীপকে সাহায্য বৃদ্ধির ঘোষণা বাজেটে, বরাদ্দ বাংলাদেশকেও

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: মলদ্বীপের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক মসৃণ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তার প্রভাবই পড়ল বাজেটে। মলদ্বীপের সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করল ভারত। শনিবার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করার সময় সেই কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। ২০২৪ সালে মলদ্বীপের উন্নয়নে সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এ বার সেই বরাদ্দ ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি করা হল। সম্পর্কে টানাপড়েন তৈরি হলেও বাংলাদেশের বরাদ্দ একই রয়েছে, যদিও তা মলদ্বীপের থেকে পরিমাণে কম।

বাজেটের নথি বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মলদ্বীপের উন্নয়নের জন্য ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মলদ্বীপকে ৪৭০ কোটি টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। যদিও ২০২৪ সালের অন্তবর্তী বাজেটে ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল দ্বীপরাষ্ট্রকে। ওই বছর লোকসভা নির্বাচন থাকায় অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হয়। এর পর মোদি সরকার ক্ষমতায় এলে আবার বাজেট পেশ করা হয়। সেখানে মলদ্বীপের জন্য ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। পরে সাহায্যের অঙ্ক পর্যালোচনা করে বরাদ্দের অঙ্ক ৪৭০ কোটি টাকা করা হয়েছিল।

চিন 'ঘনিষ্ঠ'বলে পরিচিত মহম্মদ মুইজ্জু ক্ষমতায় আসার পরেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে

অবনতি হয় দ্বীপরাষ্ট্রের। সে দেশ থেকে সেনা সরিয়ে নিতে বলে মুইজ্জু সরকার। প্রসঙ্গত, 'ভারত-বিরোধী' প্রচার করেই ক্ষমতায় এসেছিলেন মুইজ্জু। এই আবহে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে লক্ষদ্বীপ গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সে সময় মুইজ্জু সরকারের তিন মন্ত্রী কুমন্তব্য করেছিলেন। তার পরেই টানাপড়েন বৃদ্ধি পায়। এই আবহে তৃতীয় বার ক্ষমতায় এসে মলদ্বীপের বরাদ্দে কাটছাঁট করেছিল মোদি সরকার। মলদ্বীপের ওই মন্ত্রীদের কুমন্তব্যের পরে বহু ভারতীয় পর্যটক সে দেশে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেন। বিমানের টিকিট বাতিল করে দেন। মলদ্বীপ 'বয়কট'-এর ডাক দেওয়া হয়। এর ফলে ধাক্কা খায় দ্বীপরাষ্ট্রের অর্থনীতি। মনে করা হচ্ছে, তার পরেই সুর নরম করেন মুইজ্জু। গত অক্টোবর মাসে দিল্লিতে আসেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট। তিনি জানান, ভারতের নিরাপত্তা কখনও বিঘ্নিত হতে দেবে না মলদ্বীপ। এ বার সেই মলদ্বীপে সাহায্য বৃদ্ধির কথা ঘোষণা হল বাজেটে।

TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, **Kanainagar Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIET No.17e/ KNGP/ 2024-25 & 18e/KNGP/2024-25,** Last date of submission **10.02.2025 up to 11a.m. & 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram Panchayat.

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender hereby invited by the undersigned against, N.I.T No.: **Icha-I/012/2024-25,** Dated: **31.01.2025.** 05 Nos scheme under 15th F.C Tied fund and N.I.T No.: **Icha-I/013/2024-25,** Dated: **31.01.2025.** 11 Nos scheme under 15th F.C Untied fund. Bid Submission End Date: **10.02.2025 upto 06.00PM.** Technical Bid Opening Date-**13.02.2025.** Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working day.

Sd/-**Prodhan**
Ichapur-I Gram Panchayat
Gaighata Block, N.24 Pgs.

জার্মানিতে কঠোর অভিবাসন ও শরণার্থী নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

বার্লিন, ১ ফেব্রুয়ারি: শুক্রবার সন্ধ্যার পর শনিবার ফের কঠোর অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে জার্মানির বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করেন। গত ২৯ জানুয়ারি জার্মান পার্লামেন্টে অভিবাসন ও শরণার্থী নীতিবিরোধী পরিকল্পনার প্রস্তাবটি করেছিল দেশটির অন্যতম বড় দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন (সিডিইউ)। এ প্রস্তাব সংসদে পাস করতে সহায়তা করেছে জার্মানির কট্টর রক্ষণশীল অভিবাসী বিরোধী দল অলটারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ড (এএফডি)। দলটি ইতিমধ্যে দেশটিতে নব্য নাৎসি এবং কট্টর অভিবাসীবিরোধী দল হিসেবে পরিচিত।

এই প্রস্তাবের মূলে রয়েছেন সিডিইউর সভাপতি ফ্রিডরিশ মের্জ। তিন সপ্তাহ পর জার্মানিতে ২১তম নির্বাচন। ওই নির্বাচনে সিডিইউর চ্যান্সেলর প্রার্থী হচ্ছেন তিনি। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি জার্মানির চ্যান্সেলর হতে যাচ্ছেন। শুক্রবার বিকেলে জার্মান পার্লামেন্টে কঠোর অভিবাসন ও শরণার্থী নীতি নিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে আবেগঘন বিতর্ক হয়। অনেক সংসদ সদস্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বর্বরতার ঘটনাসহ স্বৈরাচার অ্যাডলফ হিটলারের জাতিবিদ্বেষী রাজনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। অনেক সংসদ সদস্য বিতর্ক করতে গিয়ে জার্মানির আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের আগে অভিবাসীবিদ্বেষী রাজনীতিকে সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার অভিলাষ হিসেবে বর্ণনা করেন। এ বিতর্কের পর ভোটাভুটিতে কঠোর অভিবাসন নীতিবিষয়ক প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেতে ব্যর্থ হয়।

জার্মান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি

ফ্রেজার আগামী দিনে এএফডির সমর্থনে ফ্রিডরিখ মের্জকে আবারও এ ধরনের চেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সিডিইউ 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কেন্দ্র ত্যাগ করেছে'। সাবেক চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল সংসদে তাঁর দল সিডিইউর এ ধরনের প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি এএফডির মতো দলটির কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে এ ধরনের প্রস্তাব পাশের জন্য দলটির বর্তমান নেতা ফ্রিডরিখ মের্জের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

তবে ফ্রিডরিখ মের্জ সংসদে পরাজিত হলেও আগামী দিনে এ প্রস্তাব সংসদে অনুমোদনের চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে ক্যাম্পেইন নামের একটি সংগঠন জার্মানির রাজনীতিতে রক্ষণশীলদের প্রভাবের বিরুদ্ধে আগামীকাল রোববার ব্র্যান্ডেনবার্গ গেটে আবারও বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। জার্মানির কঠোর অভিবাসন ও শরণার্থী নীতিবিষয়ক প্রস্তাবে ইউরোপের বাইরে থকে আসা জার্মানিতে তৃতীয় দেশের নাগরিকদের অবৈধ অনুপ্রবেশ সীমিত করার আহ্বান করা হয়েছিল। সেই অনুসারে অভিবাসন ও শরণার্থী নিয়ন্ত্রণ কঠোর করার লক্ষ্যে বেশ কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করার কথা রয়েছে। যেমন কোনো সুরক্ষাপ্রাপ্ত শরণার্থী বা অভিবাসীর সঙ্গে পারিবারিক পুনর্মিলনের যে সুযোগ ছিল, তা বন্ধ করার প্রস্তাব রয়েছে। নতুন প্রস্তাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বহির্ভূত দেশগুলোর নাগরিকদের ভ্রমণ নথিপত্র হারিয়ে গেলে বা যাঁরা ভিসা পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের জন্য যে সহনশীলতা দেখানো হতো, তা বাতিল করার প্রস্তাব করা হয়। জার্মানির সীমান্তগুলোয় ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের কথাও প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of works	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	Laying of 110 mm. dia HDPE Pipes including road restoration works at Ward No. 1 to 4 within Birnagar Municipality under 15th F.C. (Tied) Fund.	WBMAD/BM/13e/2024-25 Memo No. 67/PWD Dated- 31-01-2025	01.02.2025 at 10.00 PM	19-02-2025 at 03.55 pm
2	Construction of the proposed extension of Horizontal & Vertical Ground Floor Building of Jogendra Ch. Majumdar Market Complex at Rail Bazar of Ward No. 03 under Birnagar Municipality	WBMAD/BM/14e/2024-25 Memo No. 69/PWD Dated- 31-01-2025	01.02.2025 at 10.00 PM	19-02-2025 at 03.55 pm

For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.birnagarmunicipality.org**

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

সরস্বতী পূজা ও জীবনানন্দের অভিশপ্ত জীবন

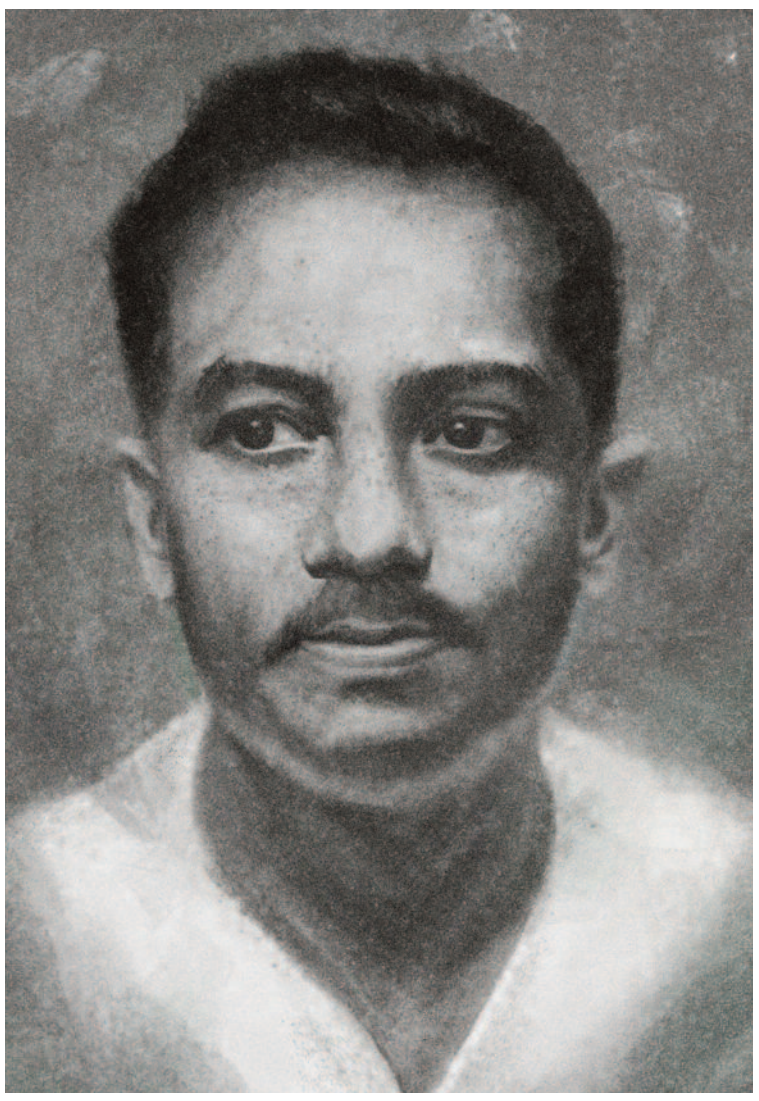

স্বপনকুমার মণ্ডল

১৯২৮-এ ব্রাহ্মদের পরিচালিত সিটি কলেজের রামমোহন রায় হোস্টেলের ছাত্ররা সরস্বতী পূজা করতে চাইলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তার অনুমতি না দিলে তা নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়, তীব্র বিতর্ক দেখা দেয় । সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কই সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগিয়েছিল। ছাত্রদের পক্ষে যেমন সুভাষ চন্দ্র বসু দাঁড়িয়েছিলেন, বিপক্ষে তেমনই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তিনি নিজেও ছিলেন ব্রাহ্ম। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ছাত্রদের ব্রাহ্মদের আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে ধিক্কার দিয়ে সরস্বতী পূজা থেকে বিরত থাকার কথা বলাটা অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু জোর করে কোনো আদর্শকে আরোপ করার বিপক্ষে ছাত্রদের পাশে শুধু দাঁড়াননি, রীতিমতো 'হিন্দু ছাত্রদের তোল্লাই' দিয়ে যান। এই সুভাষচন্দ্রই ১৯২৪-এ বহরমপুর জেলে (বর্তমানে মেন্টাল হসপিটাল) থাকার সময় আন্দোলন করেই সরস্বতী পূজা করেছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা স্বাভাবিক মনে হলেও স্থান-কাল-পাত্রভেদে তা নিয়ে কম বিতর্কও হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিসরে তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিবাদ-আন্দোলন দেখা দেয় । বিগত বছরেও (২০২৩) প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা করা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে । কলেজে বা পরে পরিবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মনিরপক্ষেতা বজায় রাখার জন্য সরস্বতী পূজা না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের সুদৃঢ় মনোভাবই সেক্ষেত্রে বিতর্ককে উজ্জীবিত করেছে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতিকে না মেনে চলার সদিচ্ছায় ধর্মীয় বিশ্বাস বনাম ধর্মনিরপক্ষেতার যুক্তির ছকে পক্ষে-বিপক্ষের মধ্যে এরকম বিতর্ক অস্বাভাবিক নয়। তাতে গণতান্ত্রিক আবহই সজীবতা লাভ করে । অন্যদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে সরস্বতী পূজা না হলেও কলেজের হোস্টেলে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজমানসের আধিপত্য দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় ছিল। সেকথা তারই প্রাক্তনী প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা প্রত্যক্ষ করেছেন । আবার তিনিই স্কুলজীবন থেকে জাতপাতের শিকার হয়েছেন। স্কুলে সরস্বতী পূজায় তিনি ব্রাহ্মণ না হওয়ায় অঞ্জলি দিতে না পারাতেই তাঁর সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা জেগে উঠেছিল । তাঁকে আজীবন অব্রাহ্মণত্বের মূল্য দিতে হয়েছে । যেখানে বিদ্যার দেবীর পূজায় অবিদ্যার পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে,সেখানে ধর্মীয় যুক্তির অসারতা আপনাতেই গুরুত্ব হারায়। অন্যদিকে সরস্বতী পূজার সঙ্গে জড়িয়ে কবি জীবনানন্দ দাশকেও কম মূল্য চুকাতে হয়নি! আজীবন তাঁকে সরস্বতী পূজার শিকার হতে হয়েছে ।

১৯২৮-এ ব্রাহ্মদের পরিচালিত সিটি কলেজের রামমোহন রায় হোস্টেলের ছাত্ররা সরস্বতী পূজা করতে চাইলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তার অনুমতি না দিলে তা নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়, তীব্র বিতর্ক দেখা দেয় । সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কই সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগিয়েছিল। ছাত্রদের পক্ষে যেমন সুভাষ চন্দ্র বসু দাঁড়িয়েছিলেন, বিপক্ষে তেমনই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তিনি নিজেও ছিলেন ব্রাহ্ম। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ছাত্রদের ব্রাহ্মদের আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে ধিক্কার দিয়ে সরস্বতী পূজা থেকে বিরত থাকার কথা বলাটা অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু জোর করে কোনো আদর্শকে আরোপ করার বিপক্ষে ছাত্রদের পাশে শুধু দাঁড়াননি, রীতিমতো 'হিন্দু ছাত্রদের তোল্লাই' দিয়ে যান। এই সুভাষচন্দ্রই ১৯২৪-এ বহরমপুর জেলে (বর্তমানে মেন্টাল হসপিটাল) থাকার সময় আন্দোলন করেই সরস্বতী পূজা করেছেন। সেখানে পূজার সুযোগে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করার উদ্দেশ্যের কথাও উঠে আসে । যাইহোক, সিটি কলেজে সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে জীবনানন্দের । তাঁকে এজন্য আজীবন ভুগতে হয়েছে । রামমোহন রায় হোস্টেলের ছাত্রদের কলেজের কিছু অধ্যাপকও সমর্থন জানিয়েছিলেন । তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দও একজন । ব্রাহ্ম হলেও তাঁর মনে উদার মনস্কতার কোনো অভাব ছিল না। বিশেষ করে জোর করে আদর্শ চাপানোর তিনি বিরোধী ছিলেন । এই উদারতার মাশুল তাঁকে শুধু উদরেই দিতে হয়নি, কবিজীবনেও মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বইতে হয়েছে মৃত্যুর পরেও। কর্তৃপক্ষের অনড় মনোভাবে শেষ পর্যন্ত রামমোহন হোস্টেলে পূজা বন্ধ হয়ে যায় । অন্যদিকে কলেজ বেশকিছু অধ্যাপকের ছাত্রদের সমর্থন করায় চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। এঁদের মধ্যে জীবনানন্দও ছিলেন । কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র অবশ্য জীবনানন্দ দাশের বাবা সত্যানন্দ দাশকে চিঠি লিখে পরে কলেজে সুস্থিতি ফিরে এলে আবার অধ্যাপনায় ফেরানোর কথা জানিয়েছেন । আসলে এই ঘটনায় হোস্টেলের কিছু ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়, পরে অনেকে স্বেচ্ছায় চলে যায় । এতে কলেজের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে জীবনানন্দ চাকরি চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার আর্থিক অবস্থার চেয়ে ছাত্রদের সমর্থন জানানোর বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । কলেজে সুস্থিতি ফিরে এলেও জীবনানন্দ আর চাকরিটি ফিরে পাননি।

তখন কলকাতায় ব্রাহ্মদের আধিপত্যের মরশুম । স্কুল কলেজে,শিক্ষা বিভাগে তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত । ব্রাহ্ম হলে সহজেই সুযোগ সুবিধা মিলত। ১৯২১-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম এ পাশ করে ১৯২২-এ তেইশ বছরের জীবনানন্দ সহজেই সিটি কলেজে অধ্যাপনার(জুনিয়র লেকচারার) চাকরি পেয়েছিলেন । ইতিমধ্যে 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, ১৯২৭-এ প্রথম কাব্য 'ঝরা পালক'ও বেরিয়েছে । আবার বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'প্রগতি' পত্রিকায় কবি জীবনানন্দ দাশের অসাধারণ কবিত্ব বিষয়ে প্রায় নিয়মিত লিখে চলেছেন । অন্যদিকে ১৯২৮-এ সজনীকান্ত দাশ তাঁর 'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে জীবনানন্দ দাশের কবিতা উল্লেখ করে তুলোধোনা করা শুরু করেছেন। সেক্ষেত্রে খ্যাতি যত না হয়েছে, কলঙ্ক তার চেয়ে অনেক বেশি ছড়িয়েছে । সিটি কলেজের দ্বার কবির কাছে চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে আসে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দেশ'-এ প্রকাশিত(২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮) নিবন্ধে ('সূর্য ও সাতটি তারার তিমির') লিখেছেন, 'পরে আর একবার জীবনানন্দ এই সিটি কলেজেই চাকরির চেষ্টা করেছিলেন,তখন তাঁর কবিতা অশ্লীল, এই ছুতো দেখানো হয়েছিল ।' আসলে সিটি কলেজের চাকরি চলে যাওয়ার পরেও জীবনানন্দ আশা ছিল ব্রাহ্মদের স্কুল-কলেজে একটি চাকরি জোগাড় করতে পারবেন । ব্রাহ্ম হওয়ায় অল্প বয়সে সিটি কলেজের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিলই। এজন্য তিনি ব্রাহ্ম রথী-মহারথীদের ধরাধরিও করেন। তার জন্য সব রকমের চেষ্টা করেছেন । জীবনানন্দ গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ তাঁর 'জীবনানন্দ দাশের দিনলিপি বা Literary Notes জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৩১' শীর্ষক ভূমিকায় ('বিভাব, জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা'য় জানিয়েছেন, 'চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি, পায়ে-পায়ে প্রচুর ঘুরেছেন, চিঠিচাপাটি জোগাড় করেছেন ও চিঠি লিখেছেন, কারো কারো বাড়িতে তোষামোদ করতে গিয়ে নির্ভেজাল অপমানিত হয়েছেন — কিন্তু বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে নি; পুনর্নিয়োগের প্রশ্নে এবার অন্য অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তিনি অশ্লীল কবিতা লিখেছেন ।' আসলে ইতিমধ্যেই বছর তিনেক পেরিয়ে গেছে। বেকারেত্বর তীব্রতায় বিধ্বস্ত জীবনানন্দ বছরখানেকের দাম্পত্যজীবনেও সুখী হতে পারেননি। তার উপরে মিথ্যে কলঙ্কের দায় তাঁকে বইতে হয়েছে।

১৯২৮-এ সিটি কলেজ থেকে চাকরি চলে যাওয়ার পর ১৯৩১-এ (শ্রাবণ ১৩৩৮) 'পরিচয়' পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশের 'ক্যাম্পে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সেবছরের সেপ্টেম্বরে কবিতাটিকে তীব্র সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত করে সজনীকান্ত দাস কবি জীবনানন্দ দাশকে অশ্লীল কলঙ্কের রাজটিকা পরিয়ে দেন। অথচ সেই কবিতাটি সিটি কলেজে বহিষ্কারের তিন বছর পরে প্রকাশিত হলেও তা তাঁর নতুন করে কর্মজীবনের পথেই শুধু বাঁধা হয়ে ওঠেনি, তাঁর কবিজীবনের মিথ্যা অপবাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে । ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত জীবনানন্দ কাঠ বেকার হয়ে ছিলেন । অন্যদিকে যে বুদ্ধদেব বসু তাঁকে প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ছিলেন সুদীর্ঘকাল,তিনিই তাতে বিস্ময়কর ভাবে অক্ষয় সিল মেরে দিয়েছেন। জীবনানন্দর মৃত্যুর পর ১৯৫৫-তে 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণ'-এ তিনি জানিয়েছেন , 'এ-কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্যে নেই যে 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতা'র নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিলো যে কলকাতার কোনো-এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত ক'রে দেন।' প্রথমত, সিটি কলেজে বহিষ্কারের সঙ্গে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির কোনো যোগ নেই । বহিষ্কারের বছরতিনেক পরে সেটি 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়ত, অশ্লীলতার দোষে তাঁর সেই চাকরি যায়নি । সেক্ষেত্রে সিটি কলেজের সরস্বতী পূজার সমর্থনই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে জীবনানন্দ দাশের অধ্যাপনার চাকরি থেকেই বঞ্চিত করেনি, মৃত্যুর পরেও মিথ্যা অপবাদের অভিশাপ করে তুলেছে, ভাবা যায়!

ধারাবাহিক উপন্যাস

একটু উষ্ণতার জন্য

উত্তম বিশ্বাস

— মিথ্যে, মিথ্যে। সব মিথ্যে। আজও বুঝলে না ওদের খেলা।

— হ্যাঁ, এবার বুঝেছি।

ভদ্রলোক এবার আমার দিকে ফিরে বললেন —

— কি! মিঃ বিশ্বাস! খুব বোর লাগছে তাই না? ভাবছ, বুড়োটা যে কেন আমাকে এসব শোনাচ্ছে!

— না, না। আমি শুনছি। আপনি বলুন।

— আসলে খেলাটা ছিল সম্পত্তির খেলা। বড় নোংরা সে খেলা। ছলেবলে কৌশলে আমাকে ঐ বাড়িতে ঘেঁষতে না দেওয়া এবং পরিশেষে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা। সেই যে ফিরে এসেছিলাম তারপর আর ও বাড়িমুখো হইনি।

— আপনার কোনো সন্তানসন্ততি?

— হ্যাঁ, এক ছেলে। বিদেশে থাকে। সেও ডাক্তার। ভালই আছে।

— বাহঃ, ডাক্তারিটা তো আপনাদের একটা পারিবারিক পেশা হয়ে গেছে।

— হ্যাঁ, তা বলতে পার। তবে সন্তান থেকেও সন্তানহীনতা এটাও আমাদের একটা পারিবারিক অভিশাপ বলতে পার।

— কেন বলছেন একথা? ছেলে কি বাড়ি আসে না?

(১১)

প্রশ্নটা শুনে ভদ্রলোক একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ,

— নাহঃ, আসে না। যৌবনের শুরুতে বাবা আমাদের পরিত্যাগ করলেন, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ছেলে আমাদের পরিত্যাগ করল। আমার ছেলেটাও বেশ মেধাবী ছিল। আমাদের মত তাকেও ডাক্তার বানালাম। খুব নামডাক হয়েছিল এখানে। তারপর একদিন ইচ্ছা প্রকাশ করল বিদেশে গিয়ে ওর সাবজেক্টের উপর স্পেসালাইজেশন করবে। একদিন চলেও গেল। প্রথম প্রথম এক দুবার এসেছিল। তারপর আসত না কিন্তু ফোনটোন করত। ধীরে ধীরে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। এখন আর ফোনটোনও করে না। ওর ফোন না পেয়ে আমরাই ফোন করতাম। কয়েকবার কথাও হয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারতাম ও অসন্তুষ্ট হয়। তারপর থেকে রাগ করে আমি আর ফোন করতাম না। আমি রাগ করব বলে ওর মা লুকিয়ে লুকিয়ে ফোনে যোগাযোগ রাখত। কিন্তু আমার উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার ছেলে তার মাকে কি বলেছিল জানি না, তারপর থেকে তার মাও অসুস্থ হয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে সে বেচারী একদিন*হৃদরোগেও আক্রান্ত হল। এখন সে পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর ধরে শয্যাশায়ী। এখন আমিই তার স্বামী, আমিই তার মা, আমিই তার সন্তান, আমিই তার বন্ধু।

এই বুড়ো বয়সেও তার* প্রাতঃক্রিয়া থেকে শুরু করে স্নান করান, খাওয়ানো, ওষুধ দেওয়া, ঘুম পারানো সবকিছু নিজের হাতেই করি। মরিয়া হয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি আমার ভালবাসাটিকে। কারন আজও ওই আমার সবথেকে কাছের। কতবড় বাড়ির মেয়ে! সেও তাঁর নিজের বাড়ি থেকে বিতারিত। দক্ষিন ভারতীয় 'আইয়ার' বংশজাত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। শকুন্তলা আইয়ার। নিজের পরিবার ছেড়ে আমার সাথে চলে এসেছিল। এখন আমরা দুজন দুজনকে আঁকরে বেঁচে আছি বলতে পারো।* এক সময়কার বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট ডঃ শকুন্তলা ব্যানার্জী আজ নিজেই একটা কার্ডিয়াক পেশেণ্ট। তুমি যখন এলে তখন ওরই শুশ্রূষা করছিলাম আমি। সব কাজ সেরে, ওকে খাইয়ে, ঘুম পারিয়ে তবেই তোমার কাছে এসেছিলাম। তাই অত দেরি হয়েছিল। সেই অনিচ্ছাকৃত সময় নষ্টের জন্য আমায় ভুল বুঝোনা। তাই আবারও ক্ষমা চাইছি।

এবার সত্যিই ভদ্রলোককে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছে। ঘণ্টা কয়েক আগের সেই ৮৪'র যুবক এবার সত্যি সত্যিই বিষণ্ণ, বড্ড একাকী হাঁপিয়ে ওঠা একজন ৮৪'র প্রৌর।*দুজনেই কিছুক্ষন চুপ করে আছি। নীরবতা ভেঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম-

— ছেলে জানে, মা অসুস্থ ?

— বলতে পারব না। তাছাড়া ও যদি না জানে তাহলে ওকে আর জানাতেও চাই না। এই মুহূর্তে আমরা নিজেদেরকে নিঃসন্তানই মনে করি।

— আপনি এখন আর ডাক্তারি করেন না?

— হ্যাঁ, করি তো। এখন আমি শুধুমাত্র ডঃ শকুন্তলা ব্যানার্জীর ব্যাক্তিগত ডাক্তার। হা... হা... হা... ।

আমার বুঝতে এতটুকুও অসুবিধা হল না যে, এই হাসিটার মধ্যে কতটা যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে।*ভদ্রলোকের প্রথম আবির্ভাবেই যে প্রানবন্ত, ছটফটে, মজাদার চারিত্রিক চেহারাটা আমার চোখে ধরা পড়েছিল সেটা ছিল তাঁর এই সমস্ত যন্ত্রণাগুলিকে চাপা দেওয়ার একটা মরিয়া প্রচেষ্টা। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। এবার মনে হয় আমার ফেরা উচিত। নিজের হাতঘড়ির দিকে আড়চোখে একবার দেখে নিলাম। সন্ধ্যা পৌনে সাতটা তখন। বললাম -

— মিঃ ব্যানার্জী। অনেক্ষন হল, এবার তাহলে আমি আসি?

(১২)

মিঃ ব্যানার্জী চুপ করে বসে। আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে। বুঝতে পারছি না উনি শুরু থেকেই ওভাবে কেন আমার দিকে চেয়ে আছেন। কি ভাবছেন জানিনা। বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। এবার মিঃ ব্যানার্জী প্রায় অনুনয়ের সুরে আমায় বললেন -

— আর একটু অপেক্ষা করলে হয় না বাবা?

বাবা...! এটাকি বলছেন মিঃ ব্যানার্জী! হঠাৎ ওঁনার এই সম্বোধনে আমি একটু অবাকই হয়ে গেলাম! 'তুমি' বলা পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু এভাবে 'বাবা'বলে সম্বোধন করাটা আমার কাছে ঘোর বিস্ময়ের!

— তোমাকে তো আসল কথাটাই বলা হয়ে উঠল না।

— বলুন, কি বলবেন?

— চলো, তোমায় কিছু দেখাই।

— এই বলে ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। লাঠিটা হাতে নিলেন। আমায় ইশারা করে ওনার সাথে যেতে বললেন। আমিও ওনাকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম। উনি একটা বন্ধ দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। পেছন পেছন আমিও। ঘরের ভিতরটা একটা হাল্কা আলো জ্বলছে। কেমন একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ। ঘরময় একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ। ভদ্রলোক আলো জ্বালালেন। ঘরের এককোণে একটি বিছানা। তার উপর কেউ শুয়ে। এখানে আর বোঝানোর দরকার পরে না যে, ইনিই ডঃ শকুন্তলা ব্যানার্জী। এই ঘরেও বিভিন্ন রঙবেরঙের টাটকা ফুলদিয়ে চারপাশটা সাজানো। এই সমস্ত ফুলের বাহার ছাড়া বাইরের বৈঠকখানাটা যতটা সুন্দর সাজানো গোছানো ভিতরের এই ঘরটি ততটাই অগোছালো। ভদ্রলোক আমাকে সেই বিছানার একদম কাছে নিয়ে গেলেন। এক শীর্ণকায় বৃদ্ধা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এতটাই শীর্ণকায় যে, একদম বিছানার সাথে মিশে গেছেন। মুখটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। বেশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস পরে চলেছে। পরিবেশটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। ভদ্রলোক বুঝতে পেরে আমায় বললেন ,

— চলো, আমরা বরং বাইরের ঘরে গিয়েই বসি।

আবার ফিরে এলাম বাইরের ঘরে। এবার উনি আমার সেই সন্দেহের অবসান ঘটালেন ,

— তোমার নিশ্চয় মনে একটা প্রশ্ন আছে যে, আমি বার বার তোমাকে কেন আটকাচ্ছি? কেনই বা আমার জীবনের এই ব্যক্তিগত দিকগুলো তোমার কাছে উন্মুক্ত করলাম?

— কেন বলুন?

— তোমাকে প্রথম দেখেই এক ঝলকে আমার সেই হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বাস কর, আমি চমকে উঠেছিলাম। ওকে যখন শেষ দেখি তখন ও একদম তোমার মতই ছিল। এক মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলাম সৌম্য, মানে আমার হারিয়ে যাওয়া ছেলে ফিরে এসেছে। ক্ষনিকের জন্য একটা সুখ অনুভব করেছিলাম। অচিরেই* নিজের ভুল বুঝতে পারি, কিন্তু সেই সুখানুভূতিটা সহজে যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায় তাই তোমাকে...

— ভদ্রলোক আর বাকিটা বলতে পারলেন না। ওঁনার গলা বুজে এল। চোখ ছলছল। যথেষ্ট ভেঙ্গে পড়লেন। ক্ষনিকের জন্য চুপ করে বসে থেকে তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন —

(১৩)

— বিশ্বাস কর, এছাড়া আমার আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

— এই বলে ভদ্রলোক আবার চোখ থেকে চশমাটা খুলে একটু মুছে নিলেন। নিজেকে কিছুটা স্বাভাবিক করে নিয়ে বললেন-*

— বলতে পারবে, চারপাশে এভাবে ফুলদিয়ে সাজানো কেন?

— না।

— আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী। নিজের মনকে একটু রাঙিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। কত ধুমধাম করে পালন করতাম আজকের দিনটা। চেনা পরিচিত বন্ধুবান্ধব সকলের উপস্থিতিতে দিনটা খুশিতে ভরে উঠত। সবাই উইশ করত। এই দিনটাতে নিজেকে রাজা রাজা মনে হত। আজ আর কারও মনেও নেই, কেউ আসেও না।

(ক্রমশঃ)